POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى
رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসুলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক। অতঃপর, যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমাদের রসুলের উপর দায়িত্ব শুধু মাত্র স্পষ্টভাবে (পয়গাম) পোঁছাইয়া দেওয়া।

(মায়েদা: ৯৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 50

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

16 ডিসেম্বর , 2021 ● 11 জামাদিউল আওয়াল 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দেওয়ার প্রসঙ্গ

১৬০২) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) হাজ্জাতুল বিদা-য় উটে আরোহিত অবস্থায় তওয়াফ করছিলেন। তিনি (সা.) নিজের হাতের লাঠির মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করছিলেন।

১৬৩২) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) উটে আরোহিত অবস্থায় বায়তুল্লাহ্-র তওয়াফ করেন। তিনি (সা.) যখন হাজরে আসওয়াদের সামনে আসতেন, তখন তাঁর হাতে থাকে একটি বস্তু দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করতেন এবং আল্লাহু আকবর উচ্চারণ করতেন।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড)

হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ (রা.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন- 'আরব ও অনারব মুশরিক জাতিরা পাথর বসিয়ে পুজো করত, পাথরকে লাভ ও ক্ষতির মালিক মনে করত। হযরত উমর তাদের শিরকপূর্ণ চিন্তাধারা খণ্ডন করেছেন যাতে মুসলমানদের মধ্যে যারা অজ্ঞ, তাদের মধ্যে পাথরটি সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়। ইবাদতে খোদা তা'লার গুণকীর্তন, বিনয়, আশা ও দোয়া থাকে। হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের সঙ্গে উপরোক্ত একটিরও সম্পর্ক কোনও সম্পর্ক নেই। আর হাজরে আসওয়াদকেই কেবল চুম্বন করা হত এমনটা নয়, কিছু রেওয়াত থেকে জানা যায় যে, ইয়েমেনের দিকের স্তম্ভটিকেও চুম্বন করা হত। (সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২২ অক্টোবর, ২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত সিঙ্গাপুর, ২০১৩ (সেপ্টেম্বর),
প্রশ্নোত্তর (পত্রাদি, বৈঠক প্রভৃতির সংকলন)
হুযুরের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের বিবরণ

আমি সত্যি সতি বলছি! আবু বাকার সিদ্দীক (রা.) হলেন ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম।

আঁ হযরত (সা.) এর নৈতিক গুণাবলীর প্রভাব তাঁর চরিত্রের উপর পড়েছিল এবং তাঁর হৃদয় বিশ্বাসের জ্যোতিতে পূর্ণ ছিল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সেই যুগে মুসাইলামা ইসলামী শরিয়ত প্রদত্ত নমনীয়তার সুযোগ নিয়ে মানুষকে তার পক্ষে একত্রিত করেছিল। এমন কঠিন সংকটপূর্ণ সময়ে হযরত আবু বাকার (রা.) খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তা তাঁর জন্য কি পরিমাণ জটিলতা তৈরী করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। তিনি যদি শক্তিশালী হৃদয়ের অধিকার না হতেন এবং তাঁর ঈমানের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য না থাকত যা রসুলের ঈমানের মধ্যে ছিল, তবে মহা বিপর্যয় উপস্থিত হত, তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নবী (সা.)-এর সমভাবাপন্ন। আঁ হযরত (সা.) এর নৈতিক গুণাবলীর প্রভাব তাঁর চরিত্রের উপর পড়েছিল এবং তাঁর হৃদয় বিশ্বাসের জ্যোতিতে পূর্ণ ছিল। তাই তিনি সেই বীরত্ব ও অবিচলতা প্রদর্শন করেছিলেন যে আঁ হযরত (সা.)-ছাড়া এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ইসলামকে জীবন দিতে তিনি নিজের জীবনে এক মৃত্যু আনয়ন করেছিলেন। এটি এমন এক বিষয় যাতে কোনও দীর্ঘ বিতর্কের প্রয়োজন নেই। সেই যুগের ঘটনাবলীর ইতিহাস জান এবং এরপর বিচার করে দেখ যে তিনি ইসলামের কি সেবা করেছিলেন? আমি সত্যি সতি বলছি! আবু বাকার সিদ্দীক (রা.) হলেন ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম। আমার বিশ্বাস, আঁ হযরত (সা.)-এর পর যদি আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর সত্তা না থাকত, তবে ইসলামের অস্তিত্বও থাকত না। আবু বাকার (রা.)-এর এটি বিরাট অনুগ্রহ যে তিনি ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজের ঈমানী শক্তি দিয়ে প্রত্যেক বিদ্রোহিকে শাস্তি দানের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঠিক যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি সত্য খলীফার হাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয়েছে আর আকাশ ও পৃথিবী এর ব্যবহারিক সাক্ষ্য দিয়েছে। অতএব ,এই হল 'সিদ্দীক'-এর পরিভাষা, যার মধ্যে এই পর্যায়ের সততা ও বিশ্বস্ততা থাকা বাঞ্ছনীয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই সমস্যার সমাধান হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৪)

মানুষের তৈরী নিয়ম-কানুনে সব সময় এই ত্রুটি থাকে যে এতে অনেকের অধিকার হনন হয়, কাউকে আবার বেশি দেওয়া হয়। যে আইনে সকলের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়, কাউকে কমও দেওয়া হয় না আবার কারো অধিকার হনন করে কাউকে বেশিও দেওয়া হয় না, তেমন আইন শুধু আল্লাহ্ তা'লাই তৈরী করতে পারেন।

সৈয়্যদান হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহল এর ১০ নং আয়াত وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ۭ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ- এর ব্যাখ্যায় বলেন -

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ এর অর্থ খোদা তা'লার জন্য সরল পথ নির্দেশ করা আবশ্যক বলে মনে করা হয়েছে। অর্থাৎ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ بَيَانُ قَصْدِ السَّبِيْلِ । এই বিষয়টিই অন্য স্থানে এই বাক্যে বর্ণিত হয়েছে- اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى (সূরাতুল লাইল) অর্থাৎ সঠিক পথের নির্দেশনা দেওয়া আমাদেরই কাজ এবং আমরাই এর প্রতি দায়বদ্ধ। 'ক্বসদুস সাবীল' দ্বারা বলা হয়েছে যে সরল পথ বা বক্রতাশূন্য পথ আল্লাহ্ই দেখাতে পারেন। অন্যথায় মানুষ যখনই পৃথিবীতে কোন পথ প্রস্তাব করে, তাতে সে আঁকাবাঁকা পথই অনুসরণ করে। এখানে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোনও মানুষই এমন নেই, (সেই ব্যক্তি ব্যতিত যে খোদার তত্ত্বাবধানে থাকে) যে পক্ষপাতদুষ্ট নয়। কারো সঙ্গে মানুষের শত্রুতা থাকে, কারো সঙ্গে ভালবাসা; কাউকে সে আপন মনে করে, কাউকে পর। এই কারণে মানুষের তৈরী নিয়ম-কানুনে সব সময় এই ত্রুটি থাকে যে এতে অনেকের অধিকার হনন হয়, কাউকে আবার বেশি দেওয়া হয়। অতএব যে আইনে সকলের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়, কাউকে কমও দেওয়া হয় না আবার কারো অধিকার হনন করে কাউকে বেশিও দেওয়া হয় না, তেমন আইন শুধু আল্লাহ্ তা'লাই তৈরী করতে পারেন, যিনি মানুষের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর বান্দা।

এ এক অসাধারণ সত্য, হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ নিয়ম-কানুন তৈরী করছে। কিন্তু সেই নিয়ম কানুনের মধ্যে কারো অধিকার হনন করা হয় আবার কাউকে প্রাপ্যের থেকে বেশিও দেওয়া হয়। বর্তমান যুগের রাজনৈতিক মতবিরোধের দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখা যাবে কোন সরকার শ্রমজীবিদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দিচ্ছে, কোনও সরকার আবার এদেরকেই সব কিছু দিয়ে বাকিদের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

অনুরূপভাবে মানুষ যেহেতু প্রবৃত্তির দাস, তাই সে

শেষাংশ শেষের পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্নঃ জামাল-এর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ এবং তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে চেয়ে জনৈক ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ারকে চিঠি লেখেন এবং তিনি এও জানতে চান যে, অনেকে বলে থাকে যে, হযরত উমর (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.)কে নির্মমভাবে প্রহার করেছিলেন, যার কারণে তাঁর গর্ভপাত ঘটেছিল। এই দাবির সত্যতা কতটা?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৯ সালের ২১ শে নভেম্বর তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে বলেন-

হযরত ফাতিমা (রা.) সম্পর্কে উমর (রা.)এর উপর এই অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ অযথা এবং প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে এর বাস্তবতা নেই। হযরত ফাতিমা (রা.) হুযুর (সা.) এর মৃত্যুর পর মাত্র কয়েক মাস জীবিত ছিলেন ছিলেন আর সেই সময়টুকুর অধিকাংশই কেটেছে অসুস্থতায়। এছাড়া হযরত ফাতিমা হুযুর (সা.)-এর আপন কন্যা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে হযরত উমর (রা.)-এর বর্বরোচিত আচরণ কিভাবে হতে পারে? অথচ হযরত উমর (রা.) সেই সব মানুষকেও যারপরনায় ভালবাসতেন যারা আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে মেলামেশা করত, কিন্তু তারা তাঁর আপন কেউ ছিল না। একবার হযরত উমর (রা.)-এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ তাঁকে প্রশ্ন করেন যে তিনি তাকে উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর থেকে কম ভাতা কেন দিলেন? হযরত উমর (রা.) বললেন- রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট হযরত উসামা তোমার থেকে বেশি প্রিয় ছিলেন আর তাঁর পিতা (হযরত যায়েদ বিন হারসা) রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট তোমার পিতা (অর্থাৎ হযরত উমর) এর থেকে বেশি প্রিয় ছিলেন। এই কারণে তাকে তোমার থেকে বেশি ভাতা দিয়েছি।

তাই যে ব্যক্তি হুযুর (সা.)-এর এক দাসের পুত্রকে নিজের পুত্রের উপর এতটা প্রাধান্য দেয়, তার উপর এমন অভিযোগ আরোপ করা মোটেই উচিত নয় যে তিনি না কি হুযুর (সা.)-এর সন্তানের প্রতি এমন আচরণ করেছিলেন। আর এটা হযরত উমরের নিন্দুকদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। জামালের যুদ্ধের সত্যাসত্যের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে বলতে হয় যে, নিঃসন্দেহে এই যুদ্ধ মুসলমানদের দুটি দল অর্থাৎ হযরত আলি (রা.) এবং হযর আয়েশা (রা.)-এর সেনাদলের মাঝে হয়েছিল। আর সেটি এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছিল যে মুসলমানদের মাঝে এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দ্বিতীয়টি হয় নি।আর এই যুদ্ধে বহু মুসলমান এবং বড় বড় সেনাপতি ও বীর সৈনিক নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু সমস্ত প্রকিয়ার পেছনে সেই সব নৈরাজ্যবাদী ও কুচক্রীদের হাত ছিল যারা হযরত উসমান (রা.) কে হত্যা করার পর মদিনা দখল করে ফেলেছিল। আর এই যুদ্ধও শুরু করেছিল সেই সব নৈরাজ্যবাদীরা মুসলমানদের দুটি দলের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং নিজেরাই যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়েছিল। এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) 'ওয়াকেয়াতে খিলাফতে আলবী' (আলির খিলাফতকালের ঘটনাবলী) পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই বইটিও পড়ুন।

প্রশ্নঃ মসজিদে নামাযের জন্য শিশুদের আযান দেওয়ার বিষয়ে জনৈক ব্যক্তি জামাতের মুফতি সাহেবের দেওয়া ফতোয়ার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি নিজের মতামত জানিয়ে হুযুর আনোয়ারকে লিখেছেন যে ছোট বাচ্চাদের আযান দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

হুযুর আনোযার ২৫ শে ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখের চিঠিতে লেখেন:

এ প্রসঙ্গে মাননীয় মুফতি সাহেবের উত্তর একদম সঠিক, আমিও এবিষয়ে একমত। আযান দেওয়ার জন্য যদি কোন শর্ত থাকত, তবে হুযুর (সা.) অবশ্যই সেবিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। যেমনটি তিনি (সা.) নামাযের ইমামতির জন্য একাধিক শর্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আযানের বিষয়ে তিনি এতটুকুই বলেছেন যে যখন নামাযের সময় হয়, তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজন যেন আযান দেয়। আর যে ব্যক্তি আযান দিবে তার জন্য তিনি কোন শর্ত বর্ণনা করেন নি। অতএব আযান দেওয়া একটি পুণ্যে কাজ। কিন্তু এটি এমন কোন দায়িত্ব নয় যার জন্য বড় বড় শর্ত নির্ধারণ করা হত। কণ্ঠস্বর ভাল, আযান দিতে পারে- এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই আজান দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতে পারে।

শিশুদের আযান দেওয়ার সুযোগ দিলে তারা উৎসাহ বোধ করে এবং তাদের মধ্যে ধর্মের কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর এটা ভাল কথা। আমি নিজেও এখানে মসজিদে মুবারকে কচিদেরকে আযান দিতে বলি।

সংকলকের পক্ষ থেকে নোট: হুযুর আনোয়ার তাঁর চিঠিতে মাননীয় মুফতী সাহেবের যে ফতোয়াটিতে সিলমোহর দিলেন, সেটিও পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

জানতে চাওয়া হয় যে আযান দেওয়ার জন্য কমপক্ষে কত বয়স হওয়া উচিত? ছোটরা কি আযান দিতে পারে?

মুফতি সাহেবের ফতোয়া: মুয়াজ্জিন হওয়ার জন্য বয়সের কোন সীমা শরিয়তে আমরা পাই নি। তাই কোন শিশু যদি সঠিকভাবে আযান দেওয়ার যোগ্যতা রাখে, তবে সে আযান দিতে পারে।

প্রশ্নঃ মেয়েদের চুল কাটা এবং সেই চুল ক্যান্সারের কোন অমুসলিম রুগীকে দান করার বিষয়ে হুযুর আনোয়ারের নিকট জানতে চাওয়া হয়।

হুযুর আনোযার ২৫ শে ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখের চিঠিতে লেখেন:

প্রয়োজনে মেয়েদের চুল কাটাতে অসুবিধের কিছু নেই। হজ্জ এবং উমরা পূর্ণ করার মেয়েরা চুল কেটেই আহরাম খোলে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলা সাহাবারা প্রয়োজনের তাগিদে নিজেদের চুল কাটতেন। তবে মেয়েদের মাথা কামানোর অনুমতি নেই। এছাড়া হুযুর (সা.) মেয়েদেরকে ছেলেদের এবং ছেলেদেরকে মেয়েদের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কাজেই মেয়েদেরকে ছেলেদের মত চুল কাটানো উচিত নয়। কিন্তু যদি রূপ-পরিচর্যার উদ্দেশ্যে সামান্য চুল কাটানো হয়, তার ফলে পুরুষদের সঙ্গে সাদৃশ্য তৈরী হয় না, সেক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই ।

কোন রোগীকে চুল দান করা পুণ্যের কাজ। এতে সমস্যার কিছু নেই, কেননা চিকিৎসার ক্ষেত্রে একজন অপরজনকে নিজের রক্ত এবং বিভিন্ন অঙ্গ দান করতে পারলে চুল দান করতে পারবে না কেন?

প্রশ্নঃ রসুল অবমাননার শাস্তি, কুরআন ও হাদীস মুখস্ত করা, দরুদ শরীফ এবং বিভিন্ন যিকর ও আযকার, দোয়া এবং কুরআনের সূরা গণনা করে পড়া ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করে এক ব্যক্তি এ বিষয়ে দিক=নির্দেশনা চান।

হুযুর আনোযার ২৫ শে ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখের চিঠিতে লেখেন:

কুরআন ও হাদীস এই পৃথিবীতে কাউকে রসুল অবমাননার শাস্তি দেওয়ার অধিকার দেয় নি। স্বয়ং আঁ হযরত (সা.) কখনও কোন রসুল অবমাননাকারীকে শাস্তি দেন নি। যদি কখনও কোনও বেয়াদপের এমন অবমাননায় হযরত উমরের ন্যায় রসুল প্রেমি সেই ব্যক্তির শাস্তি দেওয়ার অনুমতি চেয়েছেন, কিন্তু হুযুর (সা.) তার অনুমতি দেন নি। নিজ প্রভু তথা মান্যবর হযরত মহম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও এই একই শিক্ষা বর্ণনা করেছেন।

সেই সঙ্গে ইসলাম পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের মনীষিদের এবং প্রশাসনিক নেতাদের জন্য এই নির্দেশও প্রদান করেছেন যে কারো ধর্ম এবং তাদের সম্মানীয় ব্যক্তিদের নাম এমনভাবে উচ্চারণ করবে না যা সেই ধর্মের অনুসারীদের মনঃপীড়ার কারণ হয়। অতএব, একদিকে যেমন ইসলাম পৃথিবীতে কোন রসুল অবমাননাকারীকে শাস্তি দেওয়ার অনুমতি দেয় নি, অপরদিকে এই শিক্ষাও দিয়েছে যে কেউ যেন অপরের ধর্মের মনীষীদের জন্য অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার না করে।

২) কুরআন করীম এবং হাদীস মুখস্ত করার সর্বোত্তম পন্থা হল মনোযোগ সহকারে বার বার পড়তে থাকা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত আলি (রা.) এবং হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে এই ধরণের অভিযোগের কারণে হুযুর (সা.) তাঁদেরকে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিতে এবং এগুলিকে অনবরত প্রচুর পরিমাণে পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।

৩) দরুদ শরীফের মধ্যে মনোযোগ সৃষ্টি করার পন্থা হল ভক্তি ও নিষ্ঠাসহকারে এবং বিপুলহারে দরুদ শরীফ জপতে থাকা। যেভাবে আমরা নিজেদের অন্যান্য কাজে আগ্রহ দেখাই, সেগুলির প্রতি মনোযোগ দিই, যদি এই পুণ্যকর্মেও সেই একই ভালবাসা ও আগ্রহ সৃষ্টি করি, তবে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

দরুদ শরীফ অধিকহারে পড়তে থাকা নিশ্চয় অশেষ কল্যাণের কারণ। মানুষের প্রতিটি দোয়া হুযুর (স.) -এরে প্রতি দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছয়। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত আছে। যদি দরুদ শরীফ পাঠ করাই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হত, এবং তা অন্যান্য দোয়া তার প্রয়োজন না হত, তবে বিভিন্ন সময়ে আঁ হযরত (সা.) স্বয়ং বিভিন্ন দোয়া কেন চাইতেন? আর সাহবাদেরকেই বা কেন সেই সব দোয়া শেখাতেন? হাদীসে এমন বহু দোয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় যা হুযুর (সা.) নিজেও পাঠ করেছেন এবং সাহাবাদেরকেও শিখিয়েছেন। তাঁর একনিষ্ঠ প্রাণদাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনেও তাকে আমরা এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখি। আঁ হযরত (সা.)-এর উক্তি- 'ইন্নামাআল আমালে বিন্নিয়াত'-এর ভিত্তিতে কোনও ব্যক্তি যদি এই উদ্দেশ্যে যে দরুদ তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অন্বেষণের একটি মাধ্যম, এই বিশ্বাস নিয়ে নিজের প্রতিটি দোয়ায় আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করাকে নিজের রীতি বানিয়ে নেয়, তখন আল্লাহ্‌ও তার সেই সংকল্প এবং বিশ্বাস অনুসারে তার সঙ্গে আচরণ করবেন। যেমনটি একটি হাদীসে কুদুসীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আনা ইন্দা জান্নি আব্দি

জুমআর খুতবা

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমি দেখি যে জিন ও মানুষের শয়তান উমরকে দেখে পালায়।

"উমর বিন খাত্তাব আমার সঙ্গে থাকে যেখানে আমি পছন্দ করি আর আমি তার সঙ্গে থাকি যেখানে সে পছন্দ করে। আর আমার পর উমর বিন খাত্তাব যেখানে থাকবে, সত্য সেখানেই থাকবে।" (হাদীস)

হযরত উমর (রা.)-এর মুখ ও হৃদয়ে প্রশান্তি রয়েছে। (হযরত আলি)

রসুলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবু বাকার এবং হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বলেন, এরা দু'জন আম্বিয়া ও রসুল ব্যতিরেকে জান্নাতের পূর্বাপর সকল প্রবীণদের সর্দার।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

নিম্নোক্ত মরহুমীনদের স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব।

মাননীয়া মারান আহমদ সাহেব শহীদ (পেশাওয়ার), ডাক্তার মির্জা আম্বার আহমদ সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী মাননীয়া আয়েশা আম্বর সাহেবা (যুক্তরাষ্ট্র), মাননীয় চৌধুরী নাসীর আহমদ সাহেব (করাচি), মাননীয়া সর্দারাঁ বিবি

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ১২ নভেম্বর ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১২ নবুয়ত, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: বিগত খুতবাগুলোতে হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল, আজও তা-ই অব্যাহত থাকবে। হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর জগতের প্রতি অনাসক্তি এবং সংসার বিমুখতা ও তপস্যার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তিনি একবার নিজ সম্মানিত পিতাকে একথা বলে সম্বোধন করেন যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এই বলে সম্বোধন করেন যে, হে আমার পিতা! আল্লা হ্ তা'লা রিযক সম্প্রসারিত করেছেন আর আপনাকে বিজয় দান করেছেন এবং অঢেল ধনসম্পদ দান করেছেন। আপনি কেন নিজের খাদ্যের চেয়ে অধিক নরম খাবার গ্রহণ করেন না আর আপনার এই পোশাকের চেয়ে অধিক নরম পোশাক পরিধান করেন না? হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি তোমার কাছেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত চাইব। তোমার কি মনে নেই যে, মহানবী (সা.)-কে তাঁর জীবনে কত কষ্টের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হতে হয়েছে! বর্ণনাকারী বলেন, তিনি অব্যাহতভাবে হযরত হাফসা (রা.)-কে এই কথা স্মরণ করাতে থাকেন, এমনকি হযরত হাফসা (রা.)-কে কাঁদিয়ে দেন। এরপর হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যতক্ষণ আমার সামর্থ্য থাকবে আমি মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনের কষ্টের অংশীদার থাকব, হয়ত এভাবে আমি তাদের উভয়ের প্রশান্তিপূর্ণ জীবনেও অংশীদার হতে পারব।

একটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) হযরত হাফসা(রা.)-কে বলেন, হে হাফসা বিনতে উমর! তুমি স্বজাতির মঙ্গল কামনা করেছ, কিন্তু নিজ পিতার মঙ্গল কামনা কর নি। অর্থাৎ এই যে পরামর্শ তুমি আমাকে দিয়েছ যে, এমনটি হলে আমি তোমার জাতির সেবা উত্তমভাবে করতে পারব, এটি আমার হিতাকাঙ্ক্ষা নয়। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, আমার পরিবারের সদস্যদের কেবল আমার প্রাণ ও আমার সম্পদের ওপর অধিকার রয়েছে, কিন্তু আমার ধর্ম এবং আমার আমানতে তাদের কোন অধিকার নেই।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৮)

অর্থাৎ আমি আমানতের যে দায়িত্ব পালন করছি আর যেভাবে পালন করছি সেক্ষেত্রে আমাকে তোমার কিছু বলার প্রয়োজন নেই আর এ সম্পর্কে বলার কোন অধিকারও তোমার নেই।

হযরত ইকরামা বিন খালেদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত হাফসা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) এবং এছাড়াও আরও কতিপয় ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)-এর সাথে আলোচনাকরার সময় বলেন, আপনি যদি আরো উত্তম খাদ্য গ্রহণ করেন তাহলে সত্যের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে আপনি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমাদের সবার কি একই মত? তখন তারা বলে, হ্যাঁ। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি আমার উভয় বন্ধু, অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে যে পথে রেখে এসেছি, তাদের উভয়ের সেই পথ যদি আমি পরিত্যাগ করি তাহলে চূড়ান্ত গন্তব্যেও আমি তাদের উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ পাব না।

(তারিখুল খুলাফা, প্রণেতা জালালুদ্দীন সুইয়ুতি, পৃ: ১০১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগ বিপদসংকুল যুগ ছিল। তখন তিনি মুসলমানদের যেসব নির্দেশ প্রদান করেছিলেন আমরা সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তাঁর নিজের রীতিও এটিই ছিল আর তিনি এই নির্দেশই দিয়ে রেখেছিলেন যে, একের অধিক তরকারি যেন ব্যবহার না করা হয়। একথা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষিতে নিজের এক খুতবায় উল্লেখ করছেন। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা ছিল, (খাবারের জন্য) যেন একাধিক তরকারি না রাখা হয়। আর এর ওপর তিনি এত জোর দিতেন যে, কোন কোন সাহাবী এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেন এবং চরম পর্যায়ে পৌঁছে যান। যেমন একবার হযরত উমর (রা.)-এর সামনে সিরকা এবং লবণ পরিবেশন করা হলে তিনি বলেন, দুই প্রকার খাবার কেন রাখা হলো, অথচ মহানবী (সা.) কেবল এক খাবার খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন? তাকে বলা হয়, অর্থাৎ মানুষ হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে নিবেদন করে, এখানে দুটি নয়, বরং উভয়টি সম্মিলতভাবে এক তরকারি হয়, অর্থাৎ লবণ ও সিরকা। কিন্তু তিনি বলেন, না এখানে দুটি জিনিস রয়েছে। যদিও হযরত উমর (রা.)-এর এই কাজে মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার কারণে বাড়াবাড়ির দিক রয়েছে বলে মনে হয়, সম্ভবত মহানবী (সা.)-এর ইচ্ছা এটি ছিল না, কিন্তু এই উদাহরণের মাধ্যমে এটি অবশ্যই জানা যায় যে, মুসলমানদের সরলতার প্রয়োজন দেখে এর ওপর তিনি কতটা জোর দিয়েছিলেন! হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি আপনাদের কাছে হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায় দাবি করি না এবং একথা বলি না যে, লবণএকটি তরকারি আর সিরকা আরেকটি। কিন্তু আমি আজ থেকে তিন বছরের জন্য (আপনাদের কাছে) এ দাবি রাখছি। এ সময়ের মধ্যে আমি এক বছর পর পর পুনরায় ঘোষণা করতে থাকব, যেন এই তিন বছরের মধ্যে ভয়ের অবস্থা পাল্টে গেলে নির্দেশাবলীও পরিবর্তন করা যায়। প্রত্যেক আহমদী, যে আমাদের

সাথে এই যুদ্ধে যোগ দিতে চায় তাকে এই অঙ্গীকার করতে হবে যে, সে আজ থেকে কেবল একটি তরকারি খাবে, অর্থাৎ রুটি এবং তরকারি অথবা ভাত ও তরকারি। এগুলো দুটি জিনিস নয় বরং উভয়টি মিলে এক হবে। কিন্তু রুটির সাথে দুটি তরকারি বা ভাতের সাথে দুটি তরকারি খাওয়ার অনুমতি নেই।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৫, পৃ: ৪২৬)

এটি সেই যুগের কথা যখন তিনি তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা করেছিলেন আর তখন জামা'তের প্রয়োজনও ছিল। তাই তিনি এ আহ্বান জানান যে, নিজেদের ব্যয় হ্রাস করে চাঁদা প্রদান কর। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। তাই এই বাধ্যবাধকতা নেই, তথাপি অপচয় করা উচিত নয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যদি কেউ রহমান খোদার বান্দা হতে চায় তাহলে তার জন্য এটিও শর্ত যে, সে যেন নিজ সম্পদ ব্যয় করার সময় দুটি বিষয় দৃষ্টিপটে রাখে। প্রথমত সে যেন তার সম্পদ অপচয় না করে। খাবারের উদ্দেশ্য কেবল বিলাসিতা ও স্বাদ উপভোগ করা হয় না বরং তা শক্তি, সামর্থ্য এবং দেহ ঠিক রাখার জন্যহয়ে থাকে। তার পরিধান সাজসজ্জার জন্য নয়, বরং দেহকে আবৃত করা এবং খোদা তা'লা তাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তা বজায় রাখার জন্য হয়ে থাকে। সাহাবীদের জীবনাচার থেকে বোঝা যায় যে, তারা এরূপই করতেন। যেমন হযরত উমর (রা.) একবার সিরিয়ায় যান। সেখানে কতিপয় সাহাবী রেশমী পোশাক পরিহিত ছিল। রেশমী পোশাকের অর্থ হ লো সেসব পোশাক যাতে কিছুটা রেশমের মিশ্রণ থাকত, নতুবা (মিশ্রণমুক্ত) খাটি রেশমের কাপড় কোন রোগ-বালাই না থাকলে পুরুষদের জন্য পরিধান করা নিষিদ্ধ। তিনি, অর্থাৎ হযরত উমর(রা.) নিজ সঙ্গীদের বলেন, তাদের প্রতি ধুলা ছুড়ে মার, অর্থাৎ তিনি এটি অপছন্দ করেন। আর তাদেরকে বলেন, তোমরা এখন এতটা আরামপ্রিয় হয়ে গিয়েছ যে, রেশমী পোশাক পরিধান করছ! তখন সেই সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন জামা উঠিয়ে দেখান। তখন জানা যায় যে, তিনি নীচে মোটা উলের শক্ত পোশাক পরিহিত ছিলেন। তিনি হযরত উমরকে বলেন, আমরা রেশমী পোশাক পছন্দ করি- এ কারণে তা পরিধান করি নি বরং এজন্য পরেছি যে, এই দেশের অধিবাসীদের রীতিই এমন। তারা শিশুকাল থেকেই এমন শাসকদের দেখে অভ্যস্ত যারা একান্ত আড়ম্বরতার সাথে জীবনযাপন করত। অতএব আমরাও তাদের প্রতি খেয়াল রেখে নিজেদের পোশাক দেশীয় রাজনীতির অধীনে পরিবর্তন করেছি, নতুবা আমাদের ওপর এগুলোর কোন প্রভাব নেই। অতএব সাহাবীদের কর্মপন্থা অপব্যয়ের অর্থ কী তা স্পষ্ট করে। এর অর্থ হলো, সম্পদ যেন এমনসব জিনিসের জন্য ব্যয় না করা হয় যেগুলো অপ্রয়োজনীয় আর যেগুলোর উদ্দেশ্য কেবল সাজসজ্জা ও বিলাসিতা হয়ে থাকে। মোটকথা খোদা তা'লা বলেন, রহমান খোদার বান্দা তারা হয়ে থাকে যারা নিজেদের ধনসম্পদের অপব্যয় করে না।

যারা নিজেদের ধনসম্পদ লোকদেখানোর জন্য খরচ করে না, বরং উপকারার্থে এবং লাভজনক উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। তারা নিজ ধনসম্পদ এমন স্থানে ব্যয় করা থেকে যেন বিরত না থাকেযেখানে দেয়া আবশ্যক এবং তা যেন কল্যাণের কারণ হয়। এমনভাবে যেন সম্পদ ব্যয় না করে যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনুমোদিত নয় এবং ব্যয় করা হতে এমনভাবে বিরতও যেন না থাকে যে, বৈধ অধিকারও প্র দান করবে না। ইবাদুর রহমান তথা আল্লাহ্র বান্দাদের ধনসম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে এ দুটিই হলো শর্ত , কিন্তু অনেক মানুষ এমন রয়েছেন যারা হয় অপচয়ের দিকে চলে যায় নতুবা কৃপণতা অবলম্বন করে।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩,৪)

হযরত উমর (রা.) লোকদেখোনো এবং আড়ম্বরপূর্ণ পোশাকের এতটাই বিরোধী ছিলেন যে, পরাজিত শত্রুর জন্যও তিনি এটি পছন্দ করতেন না যে, সে এমন কোন পোশাক পরিধান করে তার সামনে আসবে যা আড়ম্বরপূর্ণ। যেমন পারস্য সেনাপতি হুরমুযান-এর ঘটনায় এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এটি আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি তথাপি এখানেও বিষয় পরিষ্কার করার জন্য কিছুটা উল্লেখ করছি।

'তুসতার' বিজয়ের সময় পারস্য সেনাপতি হুরমুযান যখন অস্ত্রসমর্পণ করে নিজেকে মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করে আর তাকে হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে মদিনায় প্রেরণ করা হয়, তখন মদিনায় প্রবেশের পূর্বে যেসব মুসলমান তাকে নিয়ে যাচ্ছিল তারা তাকে তার রেশমী পোশাক পরিয়ে দেয় যাতে হযরত উমর (রা.) এবং মুসলমানরা তার প্রকৃত রূপ দেখতে পারে। সে যখন হযরত উমর (রা.)-এর সামনে আসে তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, এ-ই কি হুরমুযান? মানুষ উত্তরে বলে, হ্যাঁ। তখন হযরত উমর (রা.) তার প্রতি এবং তার পোশাকের প্রতি ভালোভাবে তাকান এবং বলেন, আমি আগুন থেকে আল্লাহ্ তা'লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং আল্লাহ্র নিকট সাহায্য কামনা করি। কাফেলার লোকেরা বলে, এ হলো হুরমুযান, তার সাথে কথা বলে নিন। তিনি (রা.) বলেন, কখনোই না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ও অলঙ্কারাদি খুলে ফেলবে। এ সবকিছু খুলে ফেলা হয় এবং তারপর হযরত উমর (রা.) তার সাথে কথা বলেন।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন, প্রণেতা- আসসালাবী, পৃ: ৪২৪-৪২৫)

হযরত উমর (রা.)-এর বিনয় ও তাকওয়ার মান সম্পর্কে এ ঘটনা থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, উমর বিন খাত্তাবকে আমি কাঁধে করে একটি পানির মশক বহন করতে দেখেছি। আমি বলি, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার জন্য এটি শোভা পায় না। তিনি (রা.) বলেন, আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে যখন বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি দল আমার কাছে আসে তখন আমার হৃদয়ে নিজ বড়াইয়ের ধারণা জাগে। একারণে আমি স্বীয় বড়াই দূর করা আবশ্যক মনে করি।

(সীরাত উমর বিন আল খাত্তাব, প্রণেতা- আালি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ১২২, দারুল মারেফা, বেরুত, ২০০৭)

আমার মাঝে এটি কেন সৃষ্টি হলো। তাই আমি ভাবলাম, পানির মশক বহন করে নিয়ে যাব আর এটিকে এভাবে পিষ্ট করব।

হযরত ইয়াহিয়া বিন আব্দুর রহমান বিন হাতেব (রা.) নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, আমরা হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর সাথে মক্কা থেকে কাফেলাসহ ফিরে আসছিলাম। আমরা যখন 'যাজনান' উপত্যকায় পৌঁছি, তখন লোকজন থেমে যায়। 'যাজনান'মক্কা থেকে পঁচিশ মাইল দূরবতী একটি স্থানের নাম। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, এই স্থানের সেই কথা আমার স্মৃতিতে অম্লান রয়েছে যখন আমি আমার পিতা খাত্তাবের উটে বসে থাকতাম। তিনি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। একবার আমি উটে করে কাঠ নিয়ে যেতাম এবং আরেকবার ঘাস নিয়ে যেতাম। বর্তমানে আমার অবস্থা হলো, আমার শাসিত অঞ্চলে মানুষ দূর-দূরান্তে সফর করে আর আমার ওপরে কেউ নেই, অর্থাৎ আমি এক বিশাল ও সুবিস্তৃত এলাকার শাসক যেখানে লোকেরা দূরদূরান্ত হতে সফর করে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে আর পৃথিবীর কোন শাসক নেই যে আমার ওপর রাজত্ব করে। অতঃপর তিনি এই পঙক্তি পাঠ করেন,

لَا شَيْءَ فِيمَا تَرَى إِلَّا بَشَاشَتَهُ يَبْقَى الْإِلٰهُ وَيُؤْدِي الْمَالُ وَالْوَلَدُ

অর্থাৎ, যা কিছুই তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তার কোন স্থায়িত্ব নেই, শুধুমাত্র এক সাময়িক আনন্দ ব্যতিরেকে। কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তা-ই অবশিষ্ট থাকবে আর ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০২) (ফতহুল বারি, ২য় খন্ড, পৃ: ১৪৪, মুদ্রণে কাদিমী কুতুব খানা, আরামবাগ)

এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, " হযরত উমর (রা.) হজ্জ থেকে ফেরার সময় একটি গাছের নিকট দাঁড়ান। হযরত হুযায়ফা (রা.), যিনি অকৃত্রিম সম্পর্ক রাখতেন, তিনি সাহস করে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি (রা.) বলেন, একটি সময় এমনছিল যখন আমি আমার একটি উটকে চরাতাম এবং এই গাছের নীচে আমার পিতা আমাকে অনেক কঠিন বকাঝকা করেছিলেন। আর এখন এমন সময় এসেছে যে, শুধু উট নয় বরং লাখো মানুষ শুধুমাত্র আমার চোখের ইশারায় প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত রয়েছে। "

(হাকায়েকুল ফুরকান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২৬)

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি কি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, একজন উটের রাখাল এক মহান বাদশাহ্ হয়ে গেছেন আর কেবল জাগতিক বাদশাহ্ নয়, বরং আধ্যাত্মিক জগতের (বাদশাহ্ও) বটে। তিনি ছিলেন হযরত উমর (রা.), যিনি প্রাথমিক যুগে উট চরাতেন। একবার তিনি (রা.) হজ্জ করতে যান। তখন পথিমধ্যে একটি স্থানে দাঁড়িয়ে যান। রোদ ছিল অত্যন্ত তীব্র, যার ফলে মানুষের খুবই কষ্ট হয়, কিন্তু কারো এটি জিজ্ঞেস করার সাহস ছিল না যে, আপনি এখানে কেন দাঁড়িয়েছেন? অবশেষে এক সাহবীকে, যিনি হযরত উমর (রা.)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং যাকে

তিনি (রা.) নৈরাজ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, লোকজন বলে যে, আপনি তাঁকে অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করুন যে, এখানে কেন দাঁড়িয়েছেন? তিনি হযরত উমর (রা.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, সামনে অগ্রসর হোন, এখানে কেন দাঁড়িয়ে গেছেন? হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি এখানে এজন্য দাঁড়িয়েছি যে, একবার আমি উট চরানোর কারণে ক্লান্ত হয়ে এই গাছের নীচে শুয়ে পড়েছিলাম; আমার পিতা আসেন এবং আমাকে (এই বলে) প্রহার করেন যে, তোকে কি আমি সেখানে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকার জন্য পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং এক সময় এই ছিল আমার অবস্থা, কিন্তু আমি রসূলে করীম (সা.)-কে গ্রহণ করেছি, ফলে খোদা তা'লা আমাকে এই পদমর্যাদা দান করেছেন যে, আজ আমি যদি লাখো মানুষকে আহ্বান জানাই তবে আমার স্থলে (তারা) প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত আছে। এই ঘটনা এবং এরূপ আরো বহু ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবীদের অবস্থা কেমন ছিল এবং রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ফলে তাদের অবস্থায় কীরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল! তাঁরা সেই পদমর্যাদা ও জ্ঞান লাভ করেছিলেন যা অন্য কারো ছিল না।"

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই ঘটনা আমি এজন্য শুনিয়েছি যে, দেখ! একজন উটের রাখালকে ধর্মীয় ও পার্থিব জগতের এমন জ্ঞান দান করা হয়েছে যা কারো বোধগম্য নয়। একদিকে উট অথবা বকরি চরানোর কথা চিন্তা করে দেখ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে এর দূরতম সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না আর অন্যদিকে এ বিষয়ে অভিনিবেশ কর যে, আজও যখন কিনা ইউরোপের লোকজন রাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে যথেষ্ঠ অবগত ও অবহিত (তারাও) হযরত উমর (রা.) কর্তৃক প্রণীত রাষ্ট্রনীতিকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকে।

একজন রাখাল এবং রাজত্বের মধ্যে কী সম্পর্ক থাকতে পারে? কিন্তু দেখ! তিনি সেসব কাজ করেছেন যার ফলে আজ পৃথিবীবাসী তাঁর সামনে মস্তক অবনত করে এবং তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশংসা করে। অতঃপর দেখ! হযরত আবু বকর (রা.) একজন সামান্য ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু আজ পৃথিবীবাসী বিস্মিত যে, তিনি (রা.) এরূপ বোধবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা এবং চিন্তাশক্তি কোথা হতে লাভ করেছেন! আমি বলছি, তিনি (রা.) সবকিছু কুরআন শরীফ হতে লাভ করেছেন। তিনি (রা.) কুরআন শরীফের প্রতি গভীরভাবে অভিনিবেশ করেছেন, এজন্য তিনি সেই সমস্ত কিছু জানতে পেরেছেন যা সম্পর্কে সারা পৃথিবী অজ্ঞ ছিল। কেননা কুরআন শরীফ এমন এক অস্ত্র, যখন এর দ্বারা হৃদয়কে পরিস্কার-পরিপাটি করা হয় তখন (হৃদয়) এমন স্বচ্ছ হয়ে যায় যে, জগতের সকল জ্ঞান তখন তাতে স্থান করে নেয় এবং মানুষের জন্য এমন এক দ্বার উন্মুক্ত হয় যে, এরপর তার হৃদয়ে যে জ্ঞান অবতীর্ণ করা হয় তাতে কেউ বাঁধ সাধতে চাইলেও তা বাধাগ্রস্ত হতে পারে না। অতএব প্রত্যেক মানুষের জন্য আবশ্যক, পবিত্র কুরআন পড়া এবং (এর প্রতি) গভীর মনোনিবেশের চেষ্টা করা। "

(আনোয়ারুল উলুম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩০-১৩১)

হযরত উমর (রা.)-এর বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, জুবায়ের বিন নুফায়ের বলেন, একটি জামা'ত হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা কোন ব্যক্তিকে আপনার তুলনায় অধিক ন্যায়পরায়ণ, সত্যভাষী এবং মুনাফিকদের প্রতি এত কঠোরতা প্রদর্শনকারী দেখি নি। নিঃসন্দেহে আপনি মহানবী (সা.)-এর পর মানুষের মাঝে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। অওফ বিন মালেক উক্ত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি মিথ্যা বলেছ। আমরা নিশ্চিতভাবে মহানবী (সা.)-এর পর তাঁর [অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-এর] তুলনায় উত্তম মানুষকেও দেখেছি। তখন হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে অওফ! সেই ব্যক্তি কে? তখন তিনি উত্তরে বলেন, 'হযরত আবু বকর'। হযরত উমর (রা.) [হযরত অওফ'কে সম্বোধন করে] বলেন, তুমি সত্য বলেছ এবং ঐ ব্যক্তিকে বলেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ্‌র শপথ! আবু বকর কস্তুরির সৌরভের চেয়ে অধিক পবিত্র এবং আমি আমাদের গৃহপালিত উটের চেয়েও অধিক বিভ্রান্ত।

(কুনযুল উম্মাল, ষষ্ঠ খণ্ড, কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবা, হাদীস-৩৫৬২৪)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একদা হযরত উমর এবং হযরত আবু বকরের মাঝে কোন একটি বিষয় নিয়ে বিতণ্ডা হয়। এই বিতণ্ডা চরমে পৌঁছে যায়। হযরত উমর (রা.) কিছুটা রাগী প্রকৃতির ছিলেন তাই হযরত আবু বকর (রা.) সেই স্থান ত্যাগ করাই সমীচীন মনে করেন, যেন বাগ্ বিতণ্ডা অযথা প্রলম্বিত না হয়। হযরত আবু বকর (রা.) বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে হযরত উমর (রা.) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর জামা টেনে ধরে বলেন, আমার কথার উত্তর দিয়ে যান। হযরত আবু বকর (রা.) জামা ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে জামা কিছুটা ছিঁড়ে যায়। তিনি (রা.) সেখান থেকে সরাসরি বাড়িতে চলে যান। কিন্তু হযরত উমর (রা.) সন্দিহান হন যে, হযরত আবু বকর (রা.) হয়তমহানবী (সা.)-এর কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করতে গেছেন। তাই তিনি তার পেছনে যান যেন তিনিও মহানবী (সা.)-এর কাছে তার অবস্থান তুলে ধরতে পারেন, কিন্তু পথিমধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে হযরত উমর (রা.) তখনও ভাবেন যে, তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে নালিশ করতে গেছেন। তাই তিনিও সরাসরি মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। গিয়ে দেখেন হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে নেই, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে যেহেতু অনুশোচনা সৃষ্টি হয়েছিল তাই মহানবী (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি মস্তবড় ভুল করে ফেলেছি, আমি আবু বকরের সাথে কঠোর আচরণ করে ফেলেছি। হযরত আবু বকরের কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার। হযরত উমর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন তখন হযরত আবু বকরের কাছে কেউ একজন গিয়ে বলে, হযরত উমর মহানবী (সা.)-এর কাছে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করতে গিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) মনে মনে ভাবেন, আমার নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি উপস্থাপন করতে সেখানে যাওয়া উচিত পাছে একমুখি কথা হয়, (আমিও যাই যেন আমার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে পারি)। হযরত আবু বকর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে গিয়ে উপস্থিত হন তখন হযরত উমর (রা.) বলছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ভুল আমার-ই হয়েছে, আমিই আবু বকরের সাথে বিতণ্ডা করেছি এবং আমার কারণে তাঁর জামা ছিঁড়ে গেছে। এ কথা শোনার পর মহানবী (সা.)-এর চেহারায় রাগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তিনি (সা.) বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের কী হয়েছে? যখন সারা জগৎ আমার অস্বীকার করত, যখন তোমরাও আমার বিরোধী ছিলে তখন এই আবু বকরই ছিল যে আমার প্রতি ঈমান এনেছিল এবং সকল অর্থে আমাকে সাহায্য করেছে। এরপর আক্ষেপের সাথে বলেন, এখনও কি তোমরা আমাকে এবং আবু বকরকে পরিত্রাণ দিবে না? মহানবী (সা.) যখন এ কথা বলছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) ঘরে প্রবেশ করেন। [এটিই হলো সত্যিকারের আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত , অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার কোন দোষ ছিল না, বরং সব দোষ উমরের- একথা বলার পরিবর্তে] হযরত আবু বকর (রা.) ঘরে প্রবেশ করে যখন দেখেন যে, মহানবী (সা.) অসন্তুষ্ট হচ্ছেন,তখন তিনি নিষ্ঠাবান প্রেমিক হিসেবে সহ্য করতে পারেন নি যে, 'আমার কারণে মহানবী (সা.) কষ্ট পাবেন'। তাই হযরত আবু বকর (রা.) আসতেই মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! উমরের কোন দোষ ছিল না, সব দোষ ছিল আমার।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খন্ড-২৭, পৃ: ৩১৩-৩১৪)

হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি মানুষের সাথে নারীদের কৃত্রিম গর্ভপাতের ক্ষেত্রে এর রক্তপণ কি হবে- সে সম্পর্কে পরামর্শ করেন। মুগীরা বলেন, মহানবী (সা.) এরূপ ক্ষেত্রে একজন দাস বা দাসীর মূল্য রক্তপণরূপে প্রদান করার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, এমন কাউকে নিয়ে আস যে তোমার একথার সাক্ষী হবে। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা সাক্ষ্য দেন যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত ছিলেন যখন তিনি (সা.) এরূপই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুদ দিয়াত, হাদীস নং ৬৯০৫,৬৯০৬)

অর্থাৎ অন্যায়ভাবে বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কোন নারীর গর্ভপাত করানো হলে তবে এর জন্য রক্তপণ দেয়া আবশ্যক। আর যে ব্যক্তি সেই অবিচার করেছে সে রক্তপণস্বরূপ একজন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী মুক্ত করবে।

হযরত আবু সাঈদ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু মূসা আশআরী (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর কাছে তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি সালাম দেয়ার পর বলেন আমি কি ভেতরে আসতে পারি। হযরত উমর (রা.) মনে মনে বলেন, এখনতো মাত্র একবার অনুমতি চেয়েছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় তিনি বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি ভেতরে আসতে পারি? উমর (রা.) মনে মনে উত্তর দেন এবং বলেন,

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

এখন তো দু'বার অনুমতি চেয়েছ। আরও কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি পুনরায় সালাম দিয়ে ব লেন, আমি কি ভেতরে প্রবেশ করতে পারি? তিন বার অনুমতি চাওয়ার পর আবু মূসা আশআরী ফিরে যান।অর্থাৎ তিনবার অনুমতি প্রার্থনার পরও হযরত উমরের সাড়া না পেয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন। উমর (রা.) প্রহরীকে জিজ্ঞেস করেন, আবু মূসা কোথায়? প্রহরী বলে, তিনি ফিরে যাচ্ছেন। উমর (রা.) বলেন, তাকে আমার কাছে ডেকে আন। অতঃপর তিনি যখন তাঁর কাছে আসেন তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, ঘটনা কী? উত্তরে তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সুন্নত পালন করেছি। হযরত উমর (রা.) ব লেন, কোন্ সুন্নত? আল্লাহ্‌র কসম! এটি সুন্নত হওয়া সম্পর্কে তোমাকে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে, নয়তো আমি তোমার সাথে কঠোর আচরণ করব। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, এরপর তিনি আমাদের কাছে আসেন। তখন আমরা আনসারদের একটি দলের সাথে ছিলাম। আবু মূসা আশআরী বলেন, হে আনসারদের দল! তোমরা কি অন্যান্য লোকদের চাইতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস অধিক অবগত নও? রসূলুল্লাহ্ (সা.) কি এ কথা বলেন নি যে, 'আল-ইসতে'যানু সালাস' অর্থাৎ অনুমতি তিন বার প্রার্থনা করা যায়। এতে যদি তোমাদের আনুমতি দেওয়া হয় তবে ঘরে প্রবেশ করবে আর যদি অনুমতি না দেওয়া হয় তবে ফিরে যাবে। এটি শুনে লোকেরা তার সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে থাকে। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আমি আমার মাথা আবু মূসা আশআরীর দিকে উঁচিয়েবললাম, এ ব্যাপারে আপনি যে শাস্তিই পাবেন আমিও তার অংশীদার হব। তিনি বলেন, ঠিক আছে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সঠিক বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি অর্থাৎ আবু সাঈদ হযরত উমর (রা.)-এর কাছে আসেন এবং তাকে এ হাদীস অবগত করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, ঠিক আছে। আমি এ হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলাম না, এখন আমি এটি জানতে পারলাম।

(সুনানে তিরমিযি,হাদীস-২৬৯০)

সহীহ্ মুসলিম-এ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং আরো কিছু লোকসহ আমরা রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে বসে ছিলাম। রসূলুল্ল াহ্ (সা.) আমাদের মধ্য থেকে উঠে চলে যান , কিন্তু তাঁর প্র ত্যাবর্তনে বিলম্ব হয়। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছিল, পাছে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। আমরা শংকিত হই এবং উঠে দাঁড়াই। আমি সর্ব প্রথম চিন্তিত হই এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অনুসন্ধান করতে বাইরে বেরিয়ে পড়ি এবং বনু নাযর গোত্রের এক আনসারের একটি বাগানের কাছে আসি। আমি বাগানের চারপাশে দরজা খুঁ জতে থাকি, কিন্তু আমি দরজা খুঁজে পাইনি। পুনরায় দেখি যে, বাহিরের একটি কুয়া থেকে পানির একটি বড় নালা বাগা নের ভিতরে গিয়েছে। আমি শিয়ালের মতো কুঁজো হয়ে নালা দিয়ে বাগানে প্রবেশ করি এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আবু হুরায়রা? আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! জ্বী। তিনি(সা.) বলেন, বিষয় কী? আমি বলি, আপনি আমাদের মাঝে ছিলেন। এরপর আপনি উঠে চলে আসেন, কিন্তু আপনি ফিরতে দেরি করলে আমরা শঙ্কিত হই যে, পাছে আপনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। সর্ব প্রথম আমি চিন্তিত হই এবং এই বাগানের কাছে আসি। এরপর শিয়ালের মতো কুঁজো হয়ে ভিতরে প্রবেশ করি আর অন্যরা বাইরে আছে। তিনি (সা.) আমাকে তার জুতো দিয়ে বলেন, হে আবু হুরায়রা! আমার এই জুতো জোড়া নিয়ে যাও এবং বাগানের বাইরে যার সাথেই তোমার দেখা হয় এবং সে এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আন্তরিকভাবে এ বিশ্বাস রাখে , তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

তিনি (রা.) বলেন, আমি যখন ফিরে আসি তখন সর্বপ্রথম আমার সাথে উমর (রা.)-এর দেখা হয়। তিনি (রা.) বলেন, হে আবু হুরায়রা! এই জুতা কার? আমি বলি, এগুলো মহানবী (সা.)-এর জুতা আর মহানবী (সা.) চিহ্নস্বরূপ আমাকে এগুলো দিয়েছেন। আর এই দু'টিসহ আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন যে, যার সাথেই আমার সাক্ষাৎ হবে সে যদি এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর আন্তরিকভাবে এতে বিশ্বাস রাখে তাহলে আমি যেন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেই। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) রাগে সজোরে আমার বুকে চাপড় মারেন আর আমি মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে যাই। তিনি (রা.) বলেন, হে আবু হুরায়রা ফিরে যাও। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। তিনি (রা.) বলেন,আমরা মহানবী (সা.) এর কাছে ফিরে যাই, আমার কান্নার উপক্রম হয়। ইতোমধ্যে হযরত উমর (রা.) আমার পিছনে পিছনে সেখানে পৌঁছেন। মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু হুরায়রা তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম, আমার সাথে হযরত উমরের দেখা হয়েছিল আর আপনি আমাকে যা কিছু বলার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাকে আমি তা বলি। তখন হযরত উমর (রা.) আমার বুকের ওপর সজোরে চাপড় মারেন আর আমি চিৎ হয়ে পড়ে যাই। এরপর তিনি আমাকে বলেন, তুমি ফিরে যাও। মহানবী (সা.) বলেন, হে উমর! তুমি এমনটি কেন করলে? হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। আপনি কি আপনার জুতাসহ আবু হুরায়রাকে এটি বলার জন্য প্রেরণ করেছিলেন যে, যার সাথে তার দেখা হবে এবং সে এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর সে যদি হৃদয় থেকে এটি বিশ্বাস করে তাহলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) বলেন, দয়া করে এমনটি করবেন না, কেননা আমার আশঙ্কা হয় যে, পাছে মানুষ এর ওপর নির্ভর করে বসে যাবে। তাদেরকে আমল করতে দিন, এটিই ভালো হবে, নেক কর্মের নির্দেশাবলী মেনে চলতে দিন, যেন তারা প্রকৃত মু'মিন হতে পারে। অন্যথায় তারা শুধুমাত্র এই বিষয় নিয়ে বসে থাকবে যে, জান্নাত লাভের জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলাই যথেষ্ট। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে, তাই হোক।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-১৪৭)

হযরত উমর অত্যন্ত সাবধানী মানুষ ছিলেন।

হযরত উমর (রা.) -কে ভয় পেয়ে শয়তানও পালাতো। এই বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। সহীহ বুখারীতে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) মহানবী (সা.)-এর কাছে ভিতরে আসার অনুমতি চান। তখন কিছু কুরায়েশ নারী তাঁর (সা.) কাছে বসে তাঁর সাথে কথা বলছিলেন। তারা তাঁর (সা.) কাছে সমধিক হাত খরচ চাচ্ছিলেন। তাদের গলার স্বর মহানবী (সা.)-এর স্বরের চেয়ে উঁচু ছিল। যখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) ভিতরে আসার অনুমতি চান, তখন তারা দ্রুত উঠে পর্দার আড়ালে চলে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উমরকে ভিতরে আসার অনুমতি প্রদান করেন। হযরত উমর আসেন আর মহানবী (সা.) হাসছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ আপনাকে সর্বদা হাসিখুশি রাখুন। মহানবী (সা.) বলেন, সেসব মহিলার আচরণে আমি বিস্মিত যারা আমার কাছে ছিল। আপনার আওয়াজ শোনামাত্রই তারা পর্দার আড়ালে চলে গেছে। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূ ল (সা.)! অথচ আপনাকেই তো বেশি ভয় পাওয়া উচিত। এরপর হযরত উমর (রা.) বলেন, হে নিজেদের প্রাণের শত্রুরা! উচ্চস্বরে মহিলাদের সম্বোধন করে তিনি বলেন, তোমরা কি আমাকে ভয় কর আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ভয় কর না? তারা বলে, জ্বী! আপনি তো একজন কঠোর প্রকৃতির ও কঠোর হৃদয়ের মানুষ, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) তো তেমন নন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হে খাত্তাবের পুত্র শুন! সেই সত্তার কসম যার হতে আমার প্রাণ! যখনই শয়তান তোমাকে পথ চলতে দেখেছে তখন অবশ্যই সে তার সেই পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথ ধরেছে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবুন নাবী, হাদীস-৩৬৮৩)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা.) বসেছিলেন, এমন সময় আমরা কোলাহল ও শিশুদের আওয়াজও শুনতে পাই। (এটি শুনে) রসূলুল্লাহ্ (সা.) দাঁড়িয়ে যান এবং (দেখেন) সেখানে একজন ইথিওপিয়ান নারী নৃত্য পরিবেশন করছিল আর শিশুরা তার চারপাশে ভিড় করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হে আয়েশা এসে দেখ! তখন আমি এসে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কঁ াধের ওপর আমার চিবুক রেখে দেখতে থাকি। আমার চিবুক তাঁর মাথা ও কাঁধের মাঝখানে ছিল। (কিছুক্ষণ) পর তিনি (সা.) আমাকে বলেন, তোমার কি মন ভরে নি? উত্তরে আমি বলি, এখনও না, বরং আমি দেখতে চাই আপনি আমাকে কতটা মূল্যায়ন করেন। কিন্তু হযরত উমর (রা.) আসার পর মানুষ সেই মহিলার কাছ থেকে কেটে পড়ে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তখন বলেন, আমার অভিজ্ঞতা হলো, জীন ও মানুষের (মধ্যকার) শয়তান উমরকে দেখে পালায়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে ফিরে আসি।

(সুনানুত তিরমিযি, কিতাবু মানাকিব, হাদীস-৩৬৯১)

হযরত বুরায়দা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন। (এরপর) যখন সেখান থেকে তিনি ফিরে আসেন তখন একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাসী মহানবী (সা.) -এর কাছে এসে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি মানত করেছিলাম যে, আপনাকে যদি আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন তাহলে আমি আপনার সামনে ঢোল বাজিয়ে গান গাইব। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তুমি মানত করে

থাকলে বাজাও অন্যথায় (এ কাজ কোরো) না। অতএব সেই নারী ঢোল বাজাতে আরম্ভ করে। হযরত আবু বকর (রা.) আসেন, সে ঢোল বাজাতে থাকে। হযরত আলী (রা.) এলেও সে ঢোল বাজাতে থাকে। এরপর হযরত উসমান (রা.) এলেও সে ঢোল বাজাতে থাকে। কিন্তু যখন হযরত উমর (রা.) আসেন তখন সে ঢোলটি রেখে তার ওপর বসে পড়ে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হে উমর! শয়তানও তোমাকে দেখে ভয় করে। আমি বসে ছিলাম, সে ঢোল বাজাতে থাকে, এরপর আবু বকর আসে, তবুও সে ঢোল বাজানো অব্যাহত রাখে, আলী এলেও ঢোল বাজানো অব্যাহত রাখে, আর উসমান এলেও সে ঢোল বাজাতে থাকে, কিন্তু হে উমর! তুমি এলে সে ঢোলটি রেখে দেয়।

(সুনানুত তিরমিযি, কিতাবু মানাকিব, হাদীস-৩৬৯০)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেছিলেন, শয়তান যদি কোন পথে তোমাকে দেখতে পায় তাহলে সে অন্য পথ অবলম্বন করে আর তোমাকে ভয় পায়। এ দলিল থেকে প্রমাণিত হয় যে, শয়তান হযরত উমরের কাছ থেকে এক নপুংশক লাঞ্ছিত ব্যক্তির ন্যায় পলায়ন করে।"

(নুরুল হক, ১ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৪৩)

হযরত উমর (রা.)-এর জিহ্বা এবং হৃদয়ে সত্য ও প্রশান্তি সম্পর্কে একবার মহানবী (সা.) বলেছেন, (হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,) আল্লাহ্ সত্যকে উমরের মুখ ও হৃদয়ে জারি করে দিয়েছেন।

(সুনানুত তিরমিযি, কিতাবু মানাকিব, হাদীস-৩৬৮২)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর ভাই ফযল (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, উমর বিন খাত্তাব আমার সাথে থাকে যেখানে আমি পছন্দ করি এবং আমি তার সাথে থাকি যেখানে সে পছন্দ করে। আর আমার পর উমর বিন খাত্তাব যেখানেই থাকবে সত্য তার সাথে থাকবে।

(সীরাত উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা- ইবনুল জাউযি, পৃ: ২১)

হযরত আলী (রা) বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করতাম যে, হযরত উমর (রা.)-এর মুখ ও হৃদয় থেকে প্রশান্তি নিঃসৃত হয়।

(কুনযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২ অধ্যায়, কিতাবুল ফাযায়েল,হাদীস-৩৫৮৭০)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর এক স্ত্রীকে বলেন,আমার জন্য সফরের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত কর। তিনি সফরের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করে দেন। হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, আমার জন্য ছাতু অথবা শস্যদানা জাতীয় খাবার ভেজে প্রস্তুত করে দাও। সে যুগে এ ধরনের খাদ্যই পাওয়া যেত। অতএব তিনি (রা.) শস্যদানা থেকে মাটি প্রভৃতি পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তার মেয়ের বাড়ি এসে এসব প্রস্তুতি দেখার পর জিজ্ঞেস করেন, আয়েশা! কী হচ্ছে? রসূলুল্লাহ্ (সা.) কি কোন সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, সফরের প্রস্তুতিই মনে হচ্ছে। মহানবী (সা.) সফরের প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। তিনি (রা.) বলেন, কোন যুদ্ধে যেতে চাচে ছন কি? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, কিছু জানি না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমার সফরের জন্য সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত কর, তাই আমরা এসব করছি। দু'তিন দিন পর মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-কে ডেকে বলেন, আপনারা জানেন যে, খুযাআ গোত্রের লোকজন এসে এই ঘটনা ঘটার সংবাদ দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই আমাকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত করেছিলেন যে, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অর্থাৎ মক্কাবাসীরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অথচ তাদের সাথে আমাদের চুক্তি রয়েছে। এখন যদি আমরা ভয় পেয়ে যাই এবং মক্কাবাসীর সাহসিকতা ও শক্তিসামর্থ্য দেখে তাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত না হই তাহলে এটি হবে ঈমান পরিপন্থি কাজ। কাজেই আমাদের (তাদেরকে দমনের জন্য) সেখানে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে তোমাদের কী অভিমত? তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি তো তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ আর তারা আপনার জাতির লোক! এ কথার অর্থ ছিল, আপনি কি তাহলে আপনার জাতির লোকদের হত্যা করবেন? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, আমরা আমাদের জাতির লোকদের নয় বরং অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের হত্যা করব। এরপর হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, বিসমিল্লাহ্ ! আমি তো প্রতিদিনই দোয়া করতাম যেন এমন দিন ভাগ্যে জুটে যখন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর সুরক্ষায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর খুবই কোমল স্বভাবের মানুষ, কিন্তু সত্য কথা উমরের মুখ থেকেই বেশি নিঃসৃতহয়। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, প্রস্তুতি নাও। অতঃপর তিনি (সা.) আশপাশের গোত্রগুলোর মাঝে এই ঘোষণা করিয়ে দেন যে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে তারা যেন রমজানের প্রাথমিক দিনগুলোতে মদিনায় সমবেত হয়। অতএব সেনা সমাবেশ ঘটতে থাকে আর এভাবে কয়েক হাজার লোক সম্বলিত সেনা বাহিনী প্রস্তুত হয়ে যায়। এরপর তিনি (সা.) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।"

(সেরে রূহানী (৭), আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৪, পৃ: ২৬০-২৬১)

হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, ইল্লীঈনবাসীদের মধ্যে থেকে কোন এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের দিকে উঁকি দিলে তাঁর চেহারার কারণে (গোটা) জান্নাত আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যেন তা একটি দ্যুতিময় নক্ষত্র। হযরত আবু বকর এবং উমর তাদের অন্তর্ভুক্ত আর তারা দুজন কতই না উত্তম মানুষ!

(সুনান আবুদ দাউদ, কিতাবুল হুরুফ ওয়াল কিরাআত, হাদীস-৩৯৮৭)

আবু উসমানের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে যাতুস সালাসিল বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। এটি মদিনা থেকে এক দিনের দূরত্বে অবস্থি ত একটি স্থান। (এই দূরত্ব ছিল) সেই যুগের সফরের রীতি অনুসারে। এটি ওয়াদিউল কুরা ছেড়ে জুযাম গোত্রের অঞ্চলে অবস্থিত একটি কূপের নাম। হযরত আমর (রা.) বলেন, আমি যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট ফিরে আসি তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, মানুষের মাঝে কে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি (সা.) বলেন, আয়েশা। আমি আবার বলি, পুরুষের মধ্যে কে আপনার দৃষ্টিতে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি (সা.) বলেন, এই আয়েশার পিতা। পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করি, এরপর কে? তিনি (সা.) বলেন, উমর। এরপর তিনি (সা.) আরো কয়েকজন পুরুষের নাম উল্লেখ করেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, বাব-গাযওয়াতুস সালাসিল, হাদীস-৪৩৫৮) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১৫২)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস, মুহাজের ও আনসার সাহাবীদের বসে থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের কাছে আসতেন। তাদের মাঝে আবু বকর এবং উমর (রা.)ও থাকতেন, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে আবু বকর এবং উমর (রা.) ছাড়া আর কেউই তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। তারা উভয়ে তাঁকে দেখে মুচকি হাসতেন আর তিনিও তাদেরকে দেখে মুচকি হাসতেন।

(সুনানুত তিরমিযি, কিতাবু মানাকিব, হাদীস-৩৬৬৮)

হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একদিন বের হন আর তিনি (সা.) এবং হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) মসজিদে প্রবেশ করেন। তাদের একজন তাঁর ডানদিকে এবং অন্যজন বামদিকে ছিলেন আর তিনি (সা.) তাদের উভয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন। (এ অবস্থায়) তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আমরা এভাবেই উত্থিত হব।

(সুনানুত তিরমিযি, কিতাবু মানাকিব, হাদীস-৩৬৬৯)

আব্দুল্লাহ্ বিন হান্তাব হতে বর্ণিত, রসূলে করীম (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-কে দেখে বলেন, এরা দুজন হলো কান এবং চোখ। (সুনানুত তিরমিযি, কিতাবু মানাকিব, হাদীস-৩৬৭১)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত উমর (রা.)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

যুগ খলীফার বাণী

সর্বদা অবিচলতা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন, সন্তানসন্ততিকে খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করুন এবং যুগ খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন।

(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)

হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর সর্বোত্তম মানুষ! তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনি যদি এমন কথা বলেন তাহলে শুনে রাখুন! রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, উমরের চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তিকে সূর্য দেখে নি।

(সুনানুত তিরমিযি, কিতাবু মানাকিব, হাদীস-৩৬৮৪)

হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলে ন, আমিই প্রথম ব্যক্তি হব যাকে কবর থেকে উত্থিত করা হবে। এরপর আবু বকর (রা.) আর তারপর উমর (রা.)। এরপর আমি বাকীবাসীদের কাছে আসব তখন তারা আমার সাথে উত্থিত হবে। এরপর আমি মক্কাবাসীদের জন্য অপেক্ষা করব যতক্ষণ না হারামাইন তথা মক্কা ও মদিনার মাঝখানে উত্থিত হই। (সুনানুত তিরমিযি, কিতাবু মানাকিব, হাদীস-৩৬৯২)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের কাছে জান্নাতবাসীদের একজন আসছেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) আসেন। পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের নিকট জান্নাতবাসীদের একজন আসছেন। তখন হযরত উমর (রা.) আসেন।

(সুনানুত তিরমিযি, কিতাবু মানাকিব, হাদীস-৩৬৯৪)

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বলেন, নবী ও রসূলগণ ব্যতীত জান্নাতের পূর্বাপর সকল বয়োজ্যেষ্ঠদের সর্দার হচ্ছেন এই দুজন।

(সুনানুত তিরমিযি, কিতাবু মানাকিব, হাদীস-৩৬৬৪)

হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলে করীম (সা.) বলেন, আমার পর তোমরা যুগপৎ আবু বকর ও উমরের অনুসরণ করবে।

(সুনানুত তিরমিযি, কিতাবু মানাকিব, হাদীস-৩৬৬২)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীর জন্য উর্ধ্বলোকবাসীদের মধ্য থেকে দুজন সাহায্যকারী এবং জগদ্বাসীদের মধ্য থেকেও দুজন সাহায্যকারী হয়ে থাকেন। উর্ধ্বলোকবাসীদের মধ্যে আমার দুজন সাহায্যকারী হলেন, জিব্রাঈল ও মীকাঈল আর জগদ্বাসীর মধ্যে আমার দু'জন সাহায্যকারী হলো, আবু বকর এবং উমর।

(সুনানুত তিরমিযি, কিতাবু মানাকিব, হাদীস-৩৬৮০)

হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমরা মহানবী (সা.)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, আমি জানি না যে, তোমাদের মাঝে আমি কতদিন থাকব। সুতরাং তোমরা এই দু'জনের অনুসরণ করবে যারা আমার পর (আমার স্থলাভিষিক্ত) হবে। (একথা বলে) তিনি (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-এর দিকে ইশারা করেন।

(সুনানুত তিরমিযি, কিতাবু মানাকিব, হাদীস-৩৬৬৩)

হযরত আবু বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত, একদিন মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্ন দেখেছে? জনৈক ব্যক্তি নিবেদন করে , আমি দেখেছি। মনে হচ্ছিল একটি পাল্লা আকাশ থেকে নেমে এসেছে আর আপনাকে ও হযরত আবু বকরকে তাতে মাপা হয়েছে। আপনি হযরত আবু বকর থেকে ভারী সাব্যস্ত হন। এরপর হযরত আবু বকর ও হযরত উমরকে মাপা হয়। এতে হযরত আবু বকর ভারী সাব্যস্ত হন। এরপর হযরত উমর ও হযরত উসমানকে ওজন করা হয়, তাতে হযরত উমর ভারী সাব্যস্ত হন। এরপর সেই দাড়িপাল্লা উঠিয়ে নেওয়া হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাঁর পবিত্র চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ দেখতে পাই।

অপর একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) উক্ত স্বপ্ন শোনার পর বলেন, এটি নবুয়্যতের ি খলাফত,এরপর আল্লাহ্ যাকে চাইবেন রাজত্ব দান করবেন।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাব-ফিল খুলাফা, হাদীস-৪৬৩৪-৪৬৩৫) (আউনুল মাবুদ, শারাহ সুনান আবু দাউদ, খণ্ড-১২, পৃ: ৩৮৭-৩৮৮)

আব্দে খায়ের বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিয়ে বলেন, হে লোকসকল! আমি কি তোমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর পর এই উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কে বলবো না? লোকেরা বলে, কেন নয়? হযরত আলী (রা.) বলেন, তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রা.)। এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলেন, হে লোকসকল! আমি কি তোমাদেরকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর এই উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কে বলবো না? তিনি হলেন, হযরত উমর (রা.)।

(হুলিয়াতুল আওলিয়া, প্রণেতা- ইমাম আসফাহানি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২০৫)

আবু জুহায়ফা বলেন, আমি হযরত আলী (রা.) -কে বলতে শুনেছি, এই উম্মতে মহানবী (সা.)-এর পর সর্বোত্তম হলেন, হযরত আবু বকর (রা.),এরপর হযরত উমর (রা.)।

(হুলিয়াতুল আওলিয়া, প্রণেতা- ইমাম আসফাহানি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২০৫)

এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে, আগামীতেও কিছুসময় হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ ।

এখন নামাযের পর আমি কয়েকটি জানাযা পড়াব, সেগুলোর উল্লেখ করে দিচ্ছি।প্রথমে যার উল্লেখ করব তিনি হলেন, পেশাওয়ার নিবাসী নাসির আহমদ সাহেবের পুত্র শহীদ মোকাররম কামরান আহমদ সাহেব। গত ০৯ নভেম্বর তারিখে বিরুদ্ধবাদীরা তার অফিসে ঢুকে তাকে গুলি করে শহীদ করে দেয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । শহীদের বয়স ছিল ৪৪ বছর। তিনি পেশাওয়ারে একজন আহমদী জনাব শফীকুর রহমান সাহেবের কারখানায় একাউন্টেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। একজন সশস্ত্র ব্যক্তি অফিসে প্রবেশ করে এবং গুলি করে। তার শরীরে চারটি গুলি লাগে আর তিনি ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ঘটনার পর হন্তারক পালিয়ে যায়। মরহুম শহীদের বংশে তার পিতা জনাব নাসির আহমদ সাহেবের নানা কাদিয়ানের নিকটস্থ ভেনি বাঙ্গাড়ের ফতেহ দীন সাহেবের পুত্র হযরত নবী বখশ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করে, যিনি ১৯০২ সনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে যোগদান করেছিলেন। শহীদমরহুম কিছুদিন পূর্বে একটি দোকান নিয়ে তার ভাইয়ের সাথে একটি অফিস বানিয়েছিলেন। দোকানের মালিক শুধুমাত্র আহমদী হওয়ার কারণে একদিনের নোটিশে দোকান খালি করিয়ে নেয় আর এরপর সেই চকের বা চত্তরের নাম খতমে নবুওয়্যত চক রাখা হয়। পাশেই আরেকটি দোকান নিলে এবারও বিরুদ্ধবাদীরা মিছিল বের করে সেই দোকানও খালি করিয়ে নেয়। তাদের ঘরের কাছেই গত অক্টোবরে একটি জনসভা করা হয় এবং এতে আহদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে চরম উস্কানিমূলক বিভিন্ন বক্তৃতা করা হয়। তিনি বলেন, অত্র অঞ্চলে এত বড় জনসভা আমরা পূর্বে কখনো দেখি নি। সেই অঞ্চলে ভয়াবহ ঘৃণা ও বিদ্বেষের আবহ তৈরি হয়ে যায়। শহীদ মরহুম কয়েক বছর ধরে একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে একাউন্ট সম্পর্কিত বিষয়াদির দেখাশুনা করতেন। বিরোধিতার কারণে তিনি সেখানে কাজ করতে অপারগতা জানালে তারা বলে, আপনার আচরণ এবং সততা এমন যে, আমরা আপনাকে ছাড়তে পারব না। আপনি কয়েক মিনিটের জন্য হলেও আমাদের এখানে আসবেন। তারা যখন তার শাহাদত বরণের সংবাদ পায় তখন তারা খুবই ব্যথিত ছিল। শহীদ মরহুম অগণিত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তার পিতা বলেন, রাতে দেরিতে আসায় একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করি এত রাত করে ঘরে ফিরেছ, কারণ কী? তখন তিনি বলেন, অমুক আহমদী বিরোধী, বরং বলা যায় আহমদীয়াতের শত্রু পরিবারের এক মহিলার রক্তের প্রয়োজন ছিল, সেই বিরুদ্ধবাদীর পরিবারের কোন মহিলার রক্তের প্রয়োজন ছিল, তাকে রক্তদান করে আসলাম। আর রক্ত দিয়েছি কারণ, এরা আর্থিক দিক থেকে দু র্বল ও অসহায়। তারা তাদের কাজ করছে আর আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করছি। সর্বদা মানবসেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। জামা'তের কর্মকাণ্ডে ও ডিউটিতে সর্বাগ্রে উপস্থিত থাকতেন এবং তিনি সবসময় স্পর্শকাতর বা আশঙ্কাপূর্ণ জায়গায় নিজে দাঁড়াতেন। তাকে হিজরত করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলে তিনি বলতেন, আমরা যদি এখান থেকে চলে যাই তাহলে দুর্বল আহমদীদের সমস্যা আরো বেড়ে যাবে। বিভিন্ন চ াঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য মর্যাদা রাখতেন এবং বিভিন্ন চ াঁদার তাহরীকে সর্বাগ্রে চ াঁদা আদায় করতেন। বারো-তেরো বছর বয়সে একবার মুবাহালার প্যাম্ফলেট বিতরণের কারণে তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে হাজতে আটকে রাখে। পরের দিন তিনি মুক্তি লাভ করেন। শাহাদাতের ঘটনার দু'দিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, একজন বুযুর্গ মহিলা তার ঘর পরিষ্কার করছে আর বলছে যে, খলীফা রাবে (রাহে.) আসবেন। তিনি বলেন, কিছুক্ষণ পরই হুযূর (রাহে.) এসে শহীদ মরহুমের হাত নিজ হাতে নিয়ে অত্যন্ত স্নেহভরে বলেন, আমরা এক সাথে থাকব আর তোমাকে আমার সাথেই থাকতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নম্র স্বভাবসম্পন্ন এবং এলাকার সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ভদ্র, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল, খিলাফতের প্রতি সিমাহীন ভালোবাসা পোষণকারী ছিলেন। তিনি তার অবর্ত মানে পরিবারে পিতামাতা, পিতা নাসির আহমদ সাহেব, মাতা, স্ত্রী এবং তেরো, এগারো ও আট বছরের তিন সন্তান রেখে গেছেন। মহান আল্লাহ্ এ সন্তানদের হেফাযতকারী ও সাহায্যকারী হোন, তাদের মনোবল দৃঢ় করার এবং ধৈর্য ধারণের তৌফিক দান করুন। তার

প্রতিও দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর মা-ও অসুস্থ রয়েছেন, তার জন্যও দোয়া করুন। তিনি ক্যান্সারের রোগী, আল্লাহ্ তার প্রতি কৃপা করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো, ডাক্তার মির্যা নুবায়ের আহমদ ও তার স্ত্রী আয়েশা আম্বর সৈয়দ সাহেবার। আমেরিকার মালাওয়াকিতে এক দুর্ঘটনায় তারা দু'জন ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। ডাক্তার মির্যা নুবায়ের আহমদ সাহেবের বয়স ছিল ৩৫ বছর। মরহুমের প্রপিতামহ হলেন ডেপুটি মিয়া মুহাম্মদ শরীফ আহমদ সাহেব, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। আর মরহুমের দাদী মাস্টার আব্দুর রহমান সাহেব (রা.)-এর কন্যা ছিলেন। তার প্রমাতামহও সাহাবী ছিলেন। তাদের বংশে অনেক সাহাবী ছিলেন। ২০১২ সালে তিনি স্থানান্তরিত হয়ে আমেরিকায় চলে যান। সতেরো বছর বয়সে তিনি নেযামে ওসীয়্যতে অন্তর্ভুক্ত হবার তৌফিক লাভ করেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। আর বলা হয় যে, মরহুম মালাওয়াকির মসজিদের জন্য নতুন ভবন ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় জামা'তের সর্বাধিক অনুদান প্রদানকারীদের অন্যতম ছিলেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে তার পিতা মির্যা নাসির আহমদ সাহেব, যিনি বর্তমানে ইসলামাবাদ জামা'তের উমুরে আম্মা'র দায়িত্ব পালন করছেন, তার মা, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ইসলামাবাদের রিজিওনাল প্রেসিডেন্ট, বোন নাদিয়া ও দুই ভাই রয়েছেন। আর তার স্ত্রী আয়েশা আম্বর যিনি তার সাথেই মৃত্যু বরণ করেন, ইনি জাপানের সৈয়দ সুজাআত শাহ্ সাহেবের কন্যা ছিলেন। এছাড়া তিনি বর্তমানে জাপানে কর্মরত মুরব্বী সিলসিলা সৈয়দ ইব্রাহীম সাহেবের বোন ছিলেন। তাদের বংশে ফাগলার সৈয়দ আবদুর রহীম শাহ সাহেবের মাধ্যমে ১৯৩০ সালে আহমদীয়াত প্রবেশ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে তিনি বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। আর আমি যেমনটি বলেছি যে, স্বামীর সাথেই দুর্ঘটনার শিকার হয়ে দু'দিন পর আয়েশা আম্বরীনের মৃত্যু হয়। মরহুমা এম.টি.এ. ইন্টারন্যাশনালের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। আর আমার খুতবাসমূহের সরাসরি জাপানী ভাষায় অনুবাদ করতেন। আর সেই সাথে জাপানি ভাষায় সাব-টাইটেলের কাজও করতেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি বাবা সৈয়্যদ সাজ্জাদ সাহেব ও তার মা সৈয়্যদা দুর্‌রে সামীন সৈয়্যদ সাহেবা,এছাড়া তার তিন ভাই এবং একজন বোনকে রেখে গেছেন। তার এক ভাই ইব্রাহীম সাহেব,যিনি বর্তমানে জাপানে মুরব্বী সিলসিলা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি বলেন, সে জামা'তের অনেক কাজে আমাকে সাহায্য করত। 'লেকচার লাহোর' ও 'হামারা খুদা' পুস্তক জাপানী ভাষায় অনুবাদের কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছে আর সে এতো ভালো অনুবাদ করতো যে, আমি সর্বদা অবাক হয়ে যেতাম যে, ফার্মেসী বিভাগে পড়েও সে এতো ভালো অনুবাদ কীভাবে করে! তার বড় বোন ফাতেমা বলেন, ঘটনাক্রমে তার একটি ডায়েরি আমি পাই যার প্রতিটি পৃষ্ঠায় দু'টি বিষয়বস্তু থাকত। একটিতে লেখা থাকত 'আমার জাগতিক জীবন' এবং আরেকটিতে লেখা থাকতো 'আমার আধ্যাত্মিক জীবন'। আর জাগতিক বিষয়বস্তুর পৃষ্ঠাটি দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজকর্ম ও জাগতিক লক্ষ্যসমূহের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুর পৃষ্ঠাটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসমূহ, জামা'তের বিভিন্ন বিষয় ও ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য নির্ধারিত ছিল। প্রতিটি পৃষ্ঠা খুব সুন্দরভাবে ও পরিকল্পিতভাবে লেখা থাকত। যুগ খলীফার প্রতিটি শব্দ মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা আর সেগুলোর ওপর আমল করা এবং নিজ ভাইবোনদেরও সেগুলো পালনে নসীহত করা তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। জাপানীবান্ধবীদেরও ইসলামের তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতেন। আল্লাহ্ তা'লা উভয় মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করুন।

পরবর্তী বিবরণ হচ্ছে করাচীর চৌধুরী নাসীর আহমদ সাহেবের যিনি বর্তমানে ক্লিফটন জামা'তের সেক্রেটারী মাল হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি রাবওয়ার চৌধুরী নযীর আহমদ সাহেবের পুত্র। তিনি উনসত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি তার স্ত্রী ও শ্যালককে সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন এবং তিনি ইমামতি করছিলেন। দ্বিতীয় রাকাতে সেজদার সময় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি একজন মুসী অর্থাৎ ওসীয়্যতকারী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামাযরত অবস্থায় মৃত্যু বরণকে একটি ঈর্ষণীয় মৃত্যু আখ্যা দিয়েছেন। তার পিতা চৌধুরী নযীর আহমদ সাহেবও অবসর গ্রহণের পর পঁচিশ বছর জামা'তের সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন, তিনি নায়েব নাযের যিরাআত (কৃষি) ও ওকীলুয্ যিরাআত (কৃষি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার ছোট ভাই চৌধুরী নঈম আহমদ সাহেব বর্তমানে আঞ্জুমানের কোষাধ্যক্ষ। রেখে যাওয়া স্বজনের মধ্যে রয়েছেন তার স্ত্রী নুসরাত নাসীর সাহেবা, তার কোন সন্তান ছিল না। তিনি ১৯৭২ সালে করাচীতে স্থানান্তরিত হন আর সেখানেই তার ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। সেখানে বিভিন্ন পদে থেকে তিনি জামা'তের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন, এমনকি অসাধারণ সেবার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো পশ্চিম রাবওয়ার দারুর রহমত নিবাসী চৌধুরী নবী বখ্‌শ সাহেবের স্ত্রী সরদারা বিবি সাহেবার, যিনি কিছুদিন পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত পাঠানকোটের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। এরপর তিনি হিজরত করে পাকিস্তান এসে প্রথমে শিয়ালকোটে পরবর্তীতে সিন্ধ অঞ্চলে বসবাস করেন। তার পিতামাতা ও পুরো পরিবার ছিল শিয়া মতাদর্শী। ১৯৪৯ সালে যখন তিনি তার পরিবার নিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন তখন তার পিতামাতা বলেন যে, তোমার স্বামী তো কাফের হয়ে গেছে তাই তুমি ফেরত চলে আস। তিনি তার পরিবারের সাথে নয় বরং তার স্বামীর সাথে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বয়আত করেনি। তারা তাকে বলে, তোমার স্বামী যেহেতু কাফের হয়ে গেছে তাই তুমি তাকে ছেড়ে দাও। এ কথা শুনে তিনি তার পরিবারকে উত্তর দেন যে, এখন তো আমি আরো ভালো মুসলমান হয়েছি। আপনাদের এখানে তো আমি কেবল ফজরের নামায পড়তাম আর এখন আমি কেবল পাঁচ ওয়াক্তের নামায-ই পড়িনা, বরং নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাযও পড়ি, আর এজন্য আমি ফিরে আসব না। চৌদ্দ বছর পর যখন তিনি তার নিজ বাবামার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন তখনও তারা খুবই অসৌজন্যতা দেখিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের হৃদয় নরম হয়নি আর তারা তার সাথে কখনো সাক্ষাৎ করতেও আসেনি। জামাতের প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা ছিল। খিলাফতের সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। দরিদ্রদের লালনপালনকারী, নেক এবং নিষ্ঠাবান মহিলা ছিলেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে ৩ পুত্র এবং ৪ কন্যা রেখে গেছেন। তার বড় ছেলে ডাক্তার আব্দুর রহীম সাহেবও সিয়েরা লিওনে পাঁচ বছর নুসরত জাহাঁ স্কীমের অধীনে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। ছোট ছেলে আব্দুল খালেক নাইয়ার সাহেব মুরব্বী সিলসিলা হিসেবে বর্তমান ক্যামেরুনে সেবা করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন। তিনি সেখানকার বর্তমান মুবাল্লেগ ইনচার্জ এবং আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন আর একারণেই মায়ের জানাযাতেও অংশ নিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা এদের সবাইকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন এবং মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

****

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আ.) বলেন-

" আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামাল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশতা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসুল (সা) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দিই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না, এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি-আমরা এর হিকমত বুঝি না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি- আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহর ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।"

(নুরুল হক' খণ্ড-১, পৃ: ৫)

(দ্বিতীয় পাতার শেষাংশ....)

বি'। হাদীসে বিভিন্ন দরুদ বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া উম্মতের উলেমাদের মাঝেও বিভিন্ন ধরণের দরুদের প্রচলিত আছে এবং সেগুলির বিভিন্ন নাম দিয়ে রেখেছে। যেগুলির মধ্যে কিছু সংক্ষিপ্ত , কোনটি আবার বিস্তারিত। অধিক বরকত ও কল্যাণের কারণ নিঃসন্দেহে সেই দরুদটি যা আঁ হযরত (সা.)-এর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে আর তা সাহাবগণকে শিখিয়েছেন। এই বিষয়গুলিতে আসল জিনিসটি হল মানুষের উদ্দেশ্য, ভালবাসা এবং মনোযোগ, পরীক্ষা করা হয় যে বান্দা কিভাবে খোদার ভালবাসাকে আকর্ষণ করতে চায়। কাজেই যে উদ্দেশ্য ও মনোযোগ সহকারে এই বিষয়টি সম্পন্ন করবে,আল্লাহ ত'লার কাছে তার সেই সংকল্ এবং নিষ্ঠা অবশ্যই পোঁছে যায়।

৪) হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, আঁ হযরত (সা.) কিছু নির্দেশ দিয়েছেন প্রশ্নকর্তার মনঃস্তত্ত্ব দৃষ্টিপটে রেখে। এই কারণেই একই ধরণের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন উত্তর বর্ণিত হয়েছে। হুযুর (সা.) যে ব্যক্তির মধ্যে যে ধরণের দুর্বলতা দেখেছেন, সেই অনুসারে তাকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এই কারণে কতিপয় দোয়া আযকার গুণে গুণে পড়া সংক্রান্ত হাদীসও পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি প্রজ্ঞা এই যে,অন্ততপক্ষে ততবার দোয়া তো অবশ্যই করা হবে যতটা গণনা করা হয়েছে।

এছাড়া এও স্মরণ রাখা উচিত যে, যেভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে দোয়া এবং আযকার কেবল তোতাপাখির মত পাঠ করলে কোন উপকারে আসে না। বরং আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়ার জন্য এই দোয়া এবং আযকারে বর্ণিত ইসলামি শিক্ষা অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালিত করা, সেই অনুসারে আমল করা এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন করাও আবশ্যক। সূরা ফাতিহা অধিকহারে পাঠ করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এতে বর্ণিত ঐশী গুণাবলীতে রঙীন হওয়ার চেষ্টা না করা হয় এবং কুরআনের হিদায়াত 'সিবগাতাল্লাহি ওয়া মান আহসানু মিনাল্লাহি সিবগাতা' এবং হাদীস-'তাখাল্লাকু বি ইখলাকিল্লাহ'-এর মধ্যে নিজেকে পরিপাটি না করা হয়, কেবল মৌখিক যিকর ও আযকার কোন উপকারে আসবে না।

প্রশ্ন: সন্তানদের ইন্টারনেট ও ভিডিও গেইমসে সময় নষ্ট করা থেকে কীভাবে বিরত রাখা যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এবং ডাক্তাররাও বলেছেন, এসব জিনিস বাচ্চাদের দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তাশক্তির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাই দিনে বাচ্চাদের এক ঘণ্টার বেশি ইন্টারনেটে বসতে দেওয়া উচিত না। কিন্তু যেহেতু এখন করোনার কারণে স্কুল বন্ধ এবং করোনার কারণে পড়াশোনা বন্ধ তাই বাচ্চারা বেশিরভাগ অনলাইনে পড়াশুনা করছে। যাহোক, এই ধরনের গেইমস সময় নষ্ট করে। আর শুধুমাত্র সময় নষ্ট করে না বরং টাকাও অপচয় করে কেননা এই গেইমগুলো টাকা দিয়ে কিনতে হয়। এরপর যেভাবে মাদকদ্রব্যে মানুষের নেশা হয় তেমনি গেইম খেলতেও শিশুদের একই রকম নেশা হয়ে যায়। গেইম ছাড়া তারা চলতেই পারে না। এই গেইমের সময়, অনৈতিক এবং অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। গেইম খেলতে গিয়ে যখন তারা এই অশ্লীলতা দেখে তখন শৈশব থেকেই বাচ্চাদের মন-মানসিকতা কলুষিত হতে থাকে। বড় হয়ে সে আরো বিপথে চলে যায়। এজন্য বাচ্চারা কি গেইম খেলছে- সে দিকে মা-বাবার দৃষ্টি রাখা উচিত। বা ইন্টারনেট, টিভিতে কী প্রোগ্রাম দেখছে? তাদের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করা উচিত, যা ব্যতীত অন্য সময় তারা ইন্টারনেট দেখতে পারবে না। তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, তোমাদের দৃষ্টিশক্তি কমে যাবে, তোমাদের চিন্তাশক্তির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। এর বদলে তুমি বই পড় যা তোমার মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য বেশি সহায়ক। এর পাশাপাশি তাদের জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম তৈরি করুন। তাদের সাথে বসুন, সময় দিন এবং তাদের সাথে আলোচনা করুন। তবুও যদি তারা না মানে তাহলে তাদের ইন্টারনেট ও টিভিতে এমন প্রোগ্রাম দেখান যা তাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করবে এবং আধ্যাত্মিকতা উন্নত করবে পাশাপাশি বিবেকের মান আরো উন্নত করবে। এই কাজগুলো আপনাদের করতে হবে। কিন্তু এছাড়াও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, পিতা-মাতা সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখবে যে, সন্তানরা কী দেখছে? যদি পিতামাতা শিক্ষিত না হয় আর বাচ্চারা পড়াশোনা করে এবং তারা যদি গেইম খেলে আর বাবা মা যদি গ্রাহ্যই না করে, আর তারা যদি নিজেদের নিয়েই পড়ে থাকে তাহলে তারা তাদের সন্তানদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। অতএব এ বিষয়ে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে। সবার এই বিষয়ে চেষ্টা সাধনা করতে হবে। যাহোক, সন্তানদের যত্ন নিতে হবে। মাঝে মাঝে তাদের ওপর কঠোরতাও করতে হয়। কিন্তু মারবেন না বরং ভালবাসার সাথে বুঝাবেন যে, তোমরা এই নির্ধারিত সময়ে অমুক অমুক প্রোগ্রাম দেখতে পারবে। আর এমন প্রোগ্রাম যেখানে অশ্লীল বিজ্ঞাপন আসার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত যাতে এগুলো আপনার ইন্টারনেটে না আসে। কিন্তু গেইমসের জন্যও একটি নির্দিষ্ট সময় থাকা উচিত। হ্যাঁ, সুস্বাস্থ্যের জন্য তারা বাইরে গিয়ে ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলতে পারে। কিন্তু তাদের বলুন যে, টিভি ইন্টারনেটে সারাদিন বসে থেকে নিজের চিন্তাশক্তি যেন নষ্ট না করে। আর এক ঘণ্টার বেশি অনুমতি নেই। একইসাথে আপনি খুব বেশি কঠোরতাও করতে পারবেন না। কারণ আজকের পৃথিবীতে বেশি কঠোরতা করলেও বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। তাই বাচ্চাদের ভালবাসার সাথে বুঝাবেন এবং তাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করবেন যাতে বাচ্চারা পিতামাতাকে বন্ধু মনে করে। এভাবে উত্তম তরবিয়ত নিশ্চিত হতে পারে। পিতামাতাকে এজন্য পরিশ্রম করতে হবে। মূল বিষয় হল, 'পিতামাতার পরিশ্রম'। যেহেতু সন্তান জন্ম দিয়েছেন, তাই কষ্ট করে তাদেরকে মানুষের মত মানুষ বানাতে হবে।

প্রশ্ন:২০২০ সালের ২৯ শে আগস্ট হুযুর আনোয়ার সুইডেনের মজলিসে আমলার সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের একদিন পূর্বে ইসলাম বিরোধী সংগঠনের পক্ষ থেকে সুইডেনে কুরআন পোড়ানোর নিন্দা এবং এর কারণে একজন আহমদীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা চাওয়া হলে হুযুর আনোয়ার বলেন-শুনেছি এখানে গত রাত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, এর প্রভাব কি আপনাদের এলাকায় পড়ে নি?

সুইডেনের আমীর সাহেব উত্তর দেন যে বিশৃঙ্খলা হয়েছিল, কিন্তু এখন আল্লাহ্‌র কৃপায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। হুযুর আনোয়ার বলেন-

ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা তৈরী হয়ে আছে, তা আপনাদেরকেই দূর করতে হবে। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কুরআন পুড়িয়ে ফেলব বলে হুঙ্কার দিচ্ছে,তাকে পুলিশ এমনটি করার অনুমতি না দিলেও একথাও বলেছে যে তার আবেদন করার অধিকার আছে। সে আবেদন করতে পারে।এরপরেই তাদের কিছু অনুসারী বা সংগঠনের সদস্যরা পার্কে গিয়ে রাত্রিবেলা কুরআন করীম পুড়িয়েও দিয়েছে। এটা কেন হচ্ছে? কারণ তারা জানে না যে ইসলামের শিক্ষা কি? কুরআন করীমের শিক্ষা কি? আর এজন্য যে মুসলমানদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ একথাই প্রকাশ করছে যে কুরআন করীমেই হয়তো এই সব শিক্ষা রয়েছে। তারা যুদ্ধ করার নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াতটি ধরে, কিন্তু এই আয়াতের অন্যান্য যে নির্দেশ রয়েছে, যে প্রেক্ষাপট রয়েছে সে সম্পর্কে মানুষ অবগত নয়। এই বিষয়গুলি তাদের জানা উচিত। এই সব কথা মাথা রেখে আপনাদের তবলীগের পরিকল্পনা করতে হবে।

প্রশ্ন: ভার্চুয়াল সাক্ষাত অনুষ্ঠানেই আরও একজন প্রশ্ন করেন যে, কোরোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তবলীগের কাজ কিভাবে করা যেতে পারে?

উত্তর: হোয়াটস আপ ও সোশাল মিডিয়ার মত অন লাইন প্লাটফর্মে তবলীগ অনেক বেশি শুরু হয়েছে। সেখানে দেখুন যে লোকেদের কি কি প্রশ্ন রয়েছে। কি কি সমস্যা রয়েছে। বিভিন্ন সাইটস রয়েছে, সেখানে মানুষদের বলুন যে এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে নাস্তিক না হয়ে খোদাকে ত্যাগ না করে আল্লাহ্ তা'লার দিকে ঝুঁকতে হবে, তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তাঁকে চিনতে হবে। একথা মনে করবেন না যে খোদা তা'লা আমাদের দোয়া কবুল করেন না, বা খোদা তা'লার অস্তিত্ব নেই বা এই জগতই সব কিছু। পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে এই কাজ করতে হবে। কেননা এর পর যে সংকট আসবে, এই মহামারির পর পৃথিবীর অর্থনীতির মধ্যে যখন আলোড়ন সৃষ্টি হবে তখন যে সংকট আসবে তা হল মানুষ বিভিন্ন দেশ অপরের সম্পদ দখল করার চেষ্টা করবে, আর এর ফলে যুদ্ধ হবে, যার জন্য জোট তৈরী হয়, আর এই জোট ইতিমধ্যেই তৈরী হতে শুরু করেছে। এর থেকে রক্ষা পেতে একটাই পথ। খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন কর।

১২৬ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২১ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৪, ২৫ ও ২৬ শে ডিসেম্বর ২০২১ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে কোরোনা বিধি দৃষ্টিপটে রেখে এবছর কেবল সেই সব সদস্যদের জলসায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যাদেরকে যথারীতি জামাতের পক্ষ থেকে টিকিট এবং আমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয়েছে। জামাতের অন্যান্য সদসস্যরা অনলাইন স্ট্রীমিং-এর মাধ্যমে জলসায় যোগদান করবে। নাযারত উলিয়ার পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ইতপূর্বে জারি করা হয়েছে। জামাতের সদস্যগণ দোয়ার করুন যেন জলসার সফল আয়োজন হয়। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতা ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

যুক্তরাজ্যের তিফলদের সঙ্গে হুযুর (আই.)-এর ভার্চুয়াল সাক্ষাত

গত ২৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের তিফলদের একাংশ ভার্চুয়াল ক্লাসে হুযূর (আই.)-এর কল্যাণময় সান্নিধ্য লাভ করে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর (আই.)-কে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছিল। আমরা আজকের পর্বে এই ক্লাসের প্রধান প্রধান অংশ পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

প্রশ্নকারী: হুযূর, আমার প্রশ্ন হল, বিশ্বব্যাপী নতুন যারা আহমদী হচ্ছেন তাদের জন্য আপনার নির্দেশনা কী?

হুযুর (আই.) বলেন: তুমি সুন্নি মুসলমান থেকে আহমদী হয়েছ?

প্রশ্নকারী: জ্বী। প্রিয় হুযূর (আই.): তাহলে তুমি ইতিমধ্যে ঈমানের বিষয়ে অবগত হয়েছ। ইসলামের ৫টি রুকন সম্পর্কেও তুমি অবগত। এছাড়া তুমি জানো যে, পবিত্র কুরআন মহানবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনই সর্বশেষ শরিয়তবাহী কিতাব। মহানবী (সা.) খাতামান্নাবিঈন এবং নবীগণের মোহর আর তিনিই (সা.) সর্বশেষ শরিয়তবাহী নবী- সে সম্পর্কেও তুমি অবগত। অতএব, একজন আহমদী ও অ-আহমদীর মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল, তোমরা বিশ্বাস করো যে, যুগের মসীহ্ যার আগমনের কথা ছিল এবং মহানবী (সা.) যার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি এসে গেছেন আর তোমরা তাকে মান্য করেছ। তোমরা আগে থেকেই আমাদের মত একই নবী, একই কিতাব এবং একই ধর্মে বিশ্বাস করো। অতএব, তোমরা কেন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করেছ? কারণ তোমরা জানো যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্র আগমন সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। আর তোমরা মহানবী (সা.)-এর এই আদেশ পালন করেছ অর্থাৎ 'যখনই ইমাম মাহদী আসবে, তোমরা তার হাতে বয়আত করবে'- এই আদেশ পালন করেছ। যেহেতু তুমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছ তাই তোমার জীবনধারায় এবং তোমার ধর্মীয় আচারে কিছু পরিবর্তন আসতে হবে। মানুষ জানবে যে, আহমদীয়াত গ্রহণের পর তোমার জীবনে পরিবর্তন এসেছে। এখন তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করো। সম্ভব হলে বাজামা'ত নামায আদায় করো। যদি সম্ভব না হয় তাহলে তুমি বাড়িতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাজামা'ত আদায় করো। কুরআন নিয়মিত পাঠ করো এবং কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'লার আদেশ নিষেধ পালন করার চেষ্টা করো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের যে কাজ করতে আদেশ দেন সেগুলো আমাদের করা উচিত। আর যেসব কাজ করতে আল্লাহ্ নিষেধ করছেন সেগুলো করা উচিত নয়। একজন প্রকৃত আহমদী- হোক সে নতুন কিংবা পুরোনো, তাদের মাঝে এক বিশেষ পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। তার মাঝে এই পরিবর্তন মানুষের দৃষ্টিগোচর হতে হবে যে, প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সে জীবন অতিবাহিত করে। তাকে নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী মুসলিম হতে হবে। সে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতকারী হবে এবং ধর্মকে আরো বেশি জানার চেষ্টা করবে। আর কুরআন হাদিসের পর এই যুগে একমাত্র প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) রচিত পুস্তকই সর্বোত্তম সাহিত্য যার মাধ্যমে আমরা আরো ভালভাবে ইসলামি শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। অতএব, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পুস্তক আমাদের অনুধাবন করার চেষ্টা করা উচিত। কেননা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পুস্তক পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত ইসলামের সকল আবশ্যকীয় বিষয়কে ব্যাখ্যা করে। অতএব, আমাদের প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পুস্তক পাঠ করার চেষ্টা করা উচিত এবং প্রকৃত ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করা উচিত। যখন কোন ব্যক্তি খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু কিংবা ইহুদী ধর্ম থেকে আহমদীয়াত গ্রহণ করে, তার জন্য হয়তো ইসলামকে অনুধাবণ করা কিছুটা কঠিন হতে পারে। কিন্তু তোমার মত পুরোনো মুসলমান পরিবার থেকে আহমদী হলে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বুঝতে এবং পালনে কোন সমস্যা হবে না। আর এটাই সেই শিক্ষা- যা মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের দিয়েছেন এবং আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন। মূলতঃ তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পুনর্জীবিত করার লক্ষ্যে এসেছেন। অতএব, আমাদের সকলের শুধুমাত্র নামে নয় বরং কাজে মুসলমান হওয়া উচিত।

প্রশ্নঃ আমার প্রশ্ন হল, যদি যুক্তরাজ্যে করোনা ভাইরাসের বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া হয় তাহলে আপনি কি সামনাসামনি মোলাকাত করার পাশাপাশি এভাবে ভার্চুয়াল মোলাকাতও অব্যাহত রাখবেন?

হুযুর (আই.) বলেন: যদি সম্ভব হয় তাহলে এটি অব্যাহত থাকবে। দেখ, যেসব আহমদী সদস্য দূর দেশে বসবাস করে এবং এখানে সহসা আসতে পারে না। তারা অবশ্যই আমার সাথে ভার্চুয়াল মোলাকাতের সুযোগ পাবে। কিন্তু তোমার মত যারা এখানে লন্ডন থেকে ১০০ মাইল দূরে বাস করে। তারা সহজেই আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতে পারে। তুমি কোনটা চাও, ভার্চুয়াল মোলাকাত নাকি সরাসরি মোলাকাত?

প্রশ্নকারী: অবশ্যই সরাসরি মোলাকাত, হুযূর। প্রিয় হুযূর (আই.): এজন্যই তোমাদের জন্য সরাসরি মোলাকাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে আর যারা অন্য দেশে বাস করে এবং সহজে যুক্তরাজ্য আসতে পারে না তাদের সাথে যথাসম্ভব ভার্চুয়াল মোলাকাত অব্যাহত থাকবে। এখন এই ভার্চুয়াল মোলাকাতের মাধ্যমে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। অতএব, এটা পরবর্তীতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্নকারী ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় হুযূর, আমার নাম আদিল আহমদ ফারুকী। আমার বয়স ১৩ বছর, আমি পূর্ব বার্মিংহাম জামা'তের সদস্য। আমার প্রশ্ন হল, একজন তিফলের নিয়মিত রুটিন কেমন হওয়া উচিত?

হুযূর (আই.) বলেন: একজন তিফলের বয়স সাধারণত ৭-১০ বছরের মধ্যে হয়ে থাকে। অতএব, যার বয়স ৭-১০ বছর তার নিয়মিত নামায আদায় করা উচিত। প্রথমদিকে সে হয়তো ২-৩ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। কিন্তু যখন তোমার বয়স ১০ বছর হয়ে যাবে তখন প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করা তোমার জন্য ফরয হয়ে যাবে। অতএব, নিয়মিত রুটিন এমন হওয়া উচিত যে, তুমি ভোরে ঘুম থেকে জাগবে এরপর তুমি ফজরের নামায আদায় করবে। এরপর তুমি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করবে। নূন্যতম ১-২ রুকু প্রতিদিন তুমি তিলাওয়াত করবে। এরপর যদি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তোমার ঘুমানোর সময় থাকে তাহলে তুমি আধা ঘণ্টার জন্য ঘুমাতে পারো অথবা যদি তোমার হাতে যথেষ্ট সময় থাকে বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময়, তাহলে তুমি দুই ঘণ্টার জন্য ঘুমাতে পারো। এরপর তুমি ঘুম থেকে জেগে স্কুলের জন্য তৈরি হবে। এরপর স্কুলে যাও এবং স্কুলে তোমার দিন অতিবাহিত করবে। সেখানেও সহপাঠী বন্ধুদের সাথে তোমার উত্তম আচরণ করতে হবে। স্কুল থেকে ফিরে, তুমি বাড়ির কাজ করবে। তোমার পরের দিনের জন্য বাড়তি কিছু কাজ করে রাখা উচিত। অর্থাৎ যেগুলো পরের দিন স্কুলে তোমাকে পড়াবে সেগুলো অনুশীলন করে রাখবে। এর আগে তোমাকে যোহরের নামায আদায় করতে হবে। যদি স্কুল ছুটি শেষে বাড়ি পৌঁছানোর পর নামায আদায় করার যথেষ্ট সময় না থাকে তাহলে তুমি তোমাদের শিক্ষক কিংবা প্রধান শিক্ষকের কাছে নামায আদায় করার জন্য একটি জায়গা চাও। যদি তোমার হাতে স্বল্প সময় থাকে তাহলে তোমরা যোহর-আসর নামায জমা করে পড়বে। আর যদি যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় তাহলে বাড়িতে ফিরে যোহর নামায আদায় করে নাও। আর যদি ফিরতে দেরি হয় তাহলে যোহর-আসর বাড়িতে জমা করে পড়তে পারো। এরপর তুমি কিছু সময়ের জন্য বাহিরে খেলতে যাবে। যদি খেলার যথেষ্ট সময় থাকে তাহলে এক ঘণ্টা খেলবে। গ্রীষ্মের দিনে তুমি সহজেই এক ঘণ্টা খেলতে পারবে। তুমি তোমার পছন্দমত ফুটবল, ক্রিকেট,হকি কিংবা রাগবি খেলতে পারো। এরপর তুমি তোমার মাগরিব নামায আদায় করো। এরপর কিছু বই পড়ো, চাইলে ধর্মীয় পুস্তক পড়তে পারো বা অন্যান্য গল্পের বই পড়তে পারো। এভাবে তোমার জ্ঞানে সমৃদ্ধি ঘটবে। এছাড়া তোমার সাম্প্রতিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সংবাদপত্র পাঠ করাও উচিত। এরপর এশার নামায আদায় করো এবং রাতের খাবার খেয়ে নাও এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘুমাতে যাও, যাতে তুমি ভোরে ফযর নামাযের জন্য জলদি উঠতে পারো। টেলিভিশন, ইন্টারনেট কিংবা ফোনে অযথা ঘাটাঘাটি করার পরিবর্তে তোমার জলদি জলদি ঘুমানো উচিত। তোমার রুটিন এরকম হওয়া উচিত। কারণ কথায় বলে: EARLY TO BED EARLY TO RISE MAKES A MAN HEALTHY WEALTHY AND WISE.

প্রশ্নঃ প্রিয় হুযূর, আমি কীভাবে আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী হতে পারি?

হুযুর (আই.) বলেন: তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি বেশ আত্মবিশ্বাসী বালক। তুমি কি আত্মবিশ্বাসী নও? প্রশ্নকারী: না, তেমন বেশি না হুযূর। প্রিয় হুযূর (আই.): স্কুলের পড়ালেখায় তোমার ফলাফল কেমন?

প্রশ্নকারী: হুযূর, পড়ালেখায় আমি বেশ ভাল।

হুযুর (আই.) বলেন: বেশ ভাল, তোমার ক্লাসে তুমি কততম স্থান অধিকার করেছ? দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ নাকি পঞ্চম স্থান?

প্রশ্নকারী: সম্ভবত তৃতীয়।প্রিয় হুযূর (আই.): তোমার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী রয়েছে? প্রশ্নকারী: ৩০ জন।

হুযুর (আই.) বলেন: তাদের মধ্যে তুমি তৃতীয় স্থানে আছো? প্রশ্নকারী: জ্বী ঠিক তাই। প্রিয় হুযূর (আই.): তাহলে তোমার মাঝে সফল হওয়ার মত যথেষ্ট

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi abdur Rashid and Family, Basantapur, 24 Pgs (s)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 16 Dec, 2021 Issue No.50

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১ম পাতার শেষাংশ...

যে সব নিয়ম-কানুন তৈরী করে তাতে তার প্রবৃত্তিরই প্রতিফলন ঘটে। সারা জগতের মানুষের আবেগ অনুভূতির প্রতি সে দৃষ্টি দিতে পারে না, আর তা সম্ভবও নয়। সন্ন্যাস ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি যদি জগতবিমুখতাকেই পুণ্যের নাম দেয়, তেমনি জগতলোভীরা জাগতিক উন্নতিকেই পুণ্য বলে আখ্যায়িত করে। একমাত্র সেই শিক্ষাই এই ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারে যা মানুষের স্রষ্টার পক্ষ থেকে, যে শিক্ষা সমগ্র মানব জাতির আবেগ অনুভূতি সম্পর্কে অবগত এবং আবেগ অনুভূতির প্রতি যত্নবান।'

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৩)

১১ পাতার পর.....

আত্মবিশ্বাস আছে। তুমি কেন দুশ্চিন্তা করছো? এখন তুমি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করো এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করো। যাতে আল্লাহ্ তোমাকে আরও আত্মবিশ্বাসী বানান এবং মানবজাতি ও জামা'তের জন্য সর্বোত্তম সম্পদে পরিণত করেন। আর যদি তুমি মানুষের সামনে কথা বলতে লজ্জাবোধ করো আর এটা যদি তোমার প্রশ্নের মর্মার্থ হয়, তাহলে একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে সেখানে বক্তৃতা করো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে কথা বলো। এভাবে তুমি আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারবে। যখন তুমি মানুষের সাথে কথা বলবে, এটা কখনো ভাববে না যে, তারা তোমার থেকে বেশি জ্ঞানী। কিন্তু এটা যেন কখনো তোমার মাঝে অহংকারবোধ তৈরি না করে। অতএব, আত্মবিশ্বাস অর্জনের এমন অনেক উপায় আছে। যখন তুমি তোমার সহপাঠী ভাইয়ের সাথে কথা বলবে তখন তার চোখে চোখ রেখে কথা বলবে। সাহসের সাথে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবে, যেভাবে এখন আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছো।

প্রশ্নঃ আমার প্রশ্ন হল, আপনার জুমুআর খুতবা প্রস্তুত করতে কত সময় লাগে?

হুযুর (আই.) বলেন: এটি খুতবার বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে। কখনো খুতবা প্রস্তুত করতে আমার ২০ ঘন্টা পর্যন্ত লেগে যায়। আবার কখনো ৩০ ঘন্টা এমনকি ৪ থেকে ৫ দিনও লেগে যায়। আবার কখনো কখনো ২ থেকে ৩ ঘন্টাই যথেষ্ট। অতএব, এটি খুতবার বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যখন আমাকে কোন রেফারেন্স খুঁজতে হয়, তখন কিছুটা সময় বেশি লেগে যায়। কেননা তখন আমার নিজ হাতে পুরো পাণ্ডুলিপি লিখতে হয়। অতএব, এটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে খুতবার বিষয়বস্তুর ওপর।

প্রশ্ন: ভবিষ্যতে আহমদীয়া খেলাফত কি অন্য কোথাও যাওয়ার সম্ভবনা আছে?

উত্তর: খেলাফত যেকোন জায়গায় চলে যেতে পারে। আমেরিকায় যাবে না কি আফ্রিকায় যাবে কিংবা অন্য কোথাও, তা মহান আল্লাহ্ ভালো জানেন। এটি নির্ভর করছে খেলাফতের নির্দেশনা কতটুকু মান্য করা হচ্ছে ও খেলাফতের নিরাপত্তা বিধান কতটুকু করা হচ্ছে তার ওপর। যদি এমনটি না করা হয় তবে খেলাফত অন্যত্র চলে যাবে। কেননা আল্লাহ্ তা'লাকে তো খেলাফতের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রশ্ন: বর্তমানে আপনি জামাত'কে বলেছেন যে, সন্তানদের সংশোধন করুন। প্রিয় হুযুর কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে সন্তানদের অধিক সংশোধন করা সম্ভব? কখনও এমন হয় যে, আমার সন্তানকে শাসন করলে সে বলে, আমার শিক্ষক বলেছেন তোমার পিতা-মাতা তোমাকে শাসন করতে পারবে না। যদি শাসন করে তাহলে আমাদেরকে জানাবে।উত্তর: প্রথমত নিজেদের সংশোধন করুন। সন্তানের জন্য নিজেদেরকে আদর্শ বানান। সন্তান আপনাদের দেখে যেন বুঝতে পারে যে, "আমার মা-বাবা আমার আদর্শ"। তাহলে তারা শিক্ষকের কথা শুনার পরিবর্তে আপনাদের কথা শুনবে। ধমক দেয়া জরুরী নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, ধমক দেওয়া, কঠোরতা দেখানো এবং সন্তানের পেছনে লেগে থাকা ঠিক নয়। সংশোধনের অর্থ সন্তানদেরকে ধমক দেওয়া বা চড় মারা নয়। এখানে শিক্ষকরা যা করছেন তাও আবার একদমই উল্টো এবং বাড়াবাড়ির পর্যায়ে। একবার এক শিশু পুলিশকে ফোন করে বলে যে "বাবা আমাকে মেরেছে"। পুলিশ আসলে বাবা বললেন, ঘটনা হচ্ছে আমি রান্না ঘরে পাত্রে তেল দেওয়ার সময় আগুন লেগে যায়। আমার সন্তান আগুনের কাছে আসছিল, আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলাম। সন্তান অভিযোগ করেছে, আমার বাবা আমাকে চড় মেরেছে। পুলিশ বাবাকে গ্রেপ্তার করে। অবশেষে বিষয়টি বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে। এসব শিক্ষকরা যা বলছে তা-ও ভুল আবার যারা সব সময় সন্তানকে ধমকায়, মারতে থাকে তারা-ও ভুল করে। মধ্যমপন্থা হচ্ছে তাদেরকে বুঝান, তাদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করুন। নিজেরা এমন আদর্শ দেখান, সন্তান যেন বুঝতে পারে যে, আমার মমতাময়ী মাতা-পিতা আমার আদর্শ এবং সে যেন আপনার কথা শোনে এবং যেন আপনার সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। বন্ধুর সাথে যে কথা তারা আলোচনা করে তা যেন আপনার কাছেও বলে। মেয়েদের উচিত মায়ের সাথে আলোচনা করা আর ছেলেরা আলোচনা করবে বাবার সাথে। আমি এ বিষয়টি অনেক বার বলেছি। এভাবে তরবীয়ত করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। শুধু ধমক দেওয়ায় কোন মহত্ত্ব নেই বরং বকাঝকা না করে সংশোধন করার মাঝে মহত্ত্ব আছে।

প্রশ্ন: প্রিয় হুযুর গত খুতবায় আপনি বলেছিলেন যে, যখন নতুন বছর শুরু হয় তখন আমরা একে অপরকে মোবারকবাদ দিয়ে থাকি কিন্তু এ বছর আমি অন্ধকার দেখছি। বিষয়টি যদি বুঝিয়ে বলতেন?

উত্তর: অন্ধকারের অর্থ- দেখনি? গতকালই তো ইরানের জেনারেলকে হত্যা করা হল। সবাই তো টুইট করা শুরু করেছে। ইংরেজরাও একে অপরকে টুইট করছে, মনে হচ্ছে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সন্নিকটে, যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এটা অন্ধকার নয়ত কি? আমি তো মোবারকবাদ দিতে নিষেধ করি নি। মোবারকবাদ দিচ্ছেন ঠিক আছে। কিন্তু প্রকৃত মোবারকবাদ হল এই যে, অন্ধকার দূর করার জন্য আমরা যেন দোয়া করি, যেন তা কেটে যায়। ঠিক যেভাবে উনিও প্রশ্ন করেছিলেন। পাশাপাশি আমি এটি-ও বলেছিলাম যে, দোয়া করুন এবং নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করুন। সেই দিনটি আসল কল্যাণের দিন হবে। এটা বলি নি যে, অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি তাতে ডুবে যাবে। আর আমি বলেছিলাম দোয়া করুন এই বছর যেন প্রকৃত অর্থে কল্যাণকর হয়, আর এটি তখন হবে যখন আমরা এই কাজগুলো করব। আমি এটিই বলেছিলাম, বুঝেছেন? প্রশ্ন: প্রিয় হুযুর দাজ্জালের প্রকৃত অর্থ কি?উত্তর: প্রত্যেকটি জিনিস যা তোমাকে ধোঁকা দেয় এবং ধোঁকার মাধ্যমে তোমাকে বশীভূত করার চেষ্টা করে- সেটিই দাজ্জাল। শয়তান দাজ্জালের রূপে আসে, আর অন্যান্য যে জাতিগুলো রয়েছে তারা তো দাজ্জালি শক্তি। তারা এখন মুসলিম দেশগুলোর সাথে সহমর্মিতার আচরণ করেছে। আমেরিকা সৌদি আরবকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে আর সৌদি আরব তাদের প্রশংসা করছে। সকল মুসলিম দেশ একপেশে হয়ে গেছে। একজন কলামিষ্ট লিখেছেন, এখন সুন্নি মুসলমানরা অনেক আধুনিক হয়ে গেছে আর শিয়ারা সেকেলে রয়ে গেছে। সুন্নি বিভিন্ন দেশ সৌদি আরবের সাথে মিত্রতা করেছে আর বাকি মুসলমান দেশ ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেছে। হ্যাঁ, সু-সম্পর্ক থাকা উচিত আর যুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তারা যেভাবে চাচ্ছে সেভাবে নয় যে, নিজেদের ধর্মকে ভুলে তাদের ইচ্ছায় চলা আরম্ভ করা। অনুরূপভাবে দাজ্জাল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে ধোঁকাবাজি করেছে, ঈসা (আ.)-কে খোদা বানিয়ে পৃথিবীতে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করেছিল। আর একইভাবে অন্যান্য পরাশক্তি ধোঁকা দিয়ে, মিথ্যা বলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় তারাও দাজ্জাল। অতএব দাজ্জাল দ্বারা জাতিও বোঝায় ব্যক্তিসত্তাও বোঝায়।

প্রশ্ন: আপনি গত খুৎবায় বলেছিলেন যে, পৃথিবীতে অনেক সঙ্কট তৈরি হয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন হল যে, এ অবস্থার উন্নতিতে আমাদের জামা'তের সকলের দোয়ার কোন প্রভাব কেন পড়ছে না?

উত্তর: আপনি কতটুকু দোয়া করেছেন? সামান্য দোয়া করেছেন তাই এর সামান্য প্রভাব পড়ছে। যখন একনিষ্ঠ ভাবে দোয়া করবেন, মানবতার জন্য সহানুভূতি তৈরি হবে এবং সবাই মিলে দোয়া করতে থাকবেন, ইউনুস (আ.)-এর জাতির সবাই এমনকি জীবজন্তু মিলে তিন দিন দোয়া করার ফলেই তো বিপ্লব সাধিত হয়েছিল তাই না? তারা আযাব থেকে বেঁচে গিয়েছিল। আর বাকি রইল পৃথিবীর অবস্থা যতটুকু অবনতি হচ্ছে তারপর এই যে যুদ্ধ টলে যাচ্ছে তা হয়ত দোয়ার কারণেই। আমি তো ১৫ বছর যাবৎ বলছি, নিজেদের সংশোধন করো, নিজেদের সংশোধন করো। প্রথম মানুষ বলত এই মানুষটি শুধু শুধু দুঃশ্চিন্তা করে এমন কথা বলছে। আমেরিকার একজন সাংসদ আমার কথা শুনে বলেছিল, "তিনি বেশি হতাশাজনক কথা বলছেন, আসলে এরকম কিছু না"। দুই বছর আগে সে কোন এক আহমদীকে বলে "তিনি (হুযুর) ঠিকই বলেছিলেন, পৃথিবীর অবস্থা আসলেই খারাপ"। মনে হচ্ছে আযাব আসবে, "যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।" এই যে যুদ্ধ বিলম্বিত হচ্ছে, হতে পারে তা আপনাদের দোয়ার বদৌলতেই হচ্ছে। (ক্রমশ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir